চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 November, 2019 ■ আগরতলা, ৪ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৭ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাস্তা অবরোধ আন্দোলন চতুর্থ দিন অতিক্রান্ত, শিশু ও মহিলাসহ এখনও পর্যন্ত মৃত্যু চার

ব্রু নেতাদের চক্রান্তে সংকটে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া

দশদা-আনন্দবাজার সড়কে রিয়াং শরণার্থীদের অবরোধ আন্দোলন চতুর্থ দিন অতিক্রান্ত হল রবিবার। ছবি-প্রবীর দাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের জীবনযাপন দুর্বিসহ করে তুলেছে তাদেরই সংগঠনের নেতৃত্বরা। বিনামূল্যে রেশন ও নগদ টাকার দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামিয়ে রাস্তায় বসিয়ে সহজ সরল শরণার্থীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সংগঠনের নেতৃত্বরা। ওই নেতাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন চারজন। শিশু, মহিলাসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে চারদিনে। খাদ্যের অভাবের তকমা দিয়ে আন্দোলনে গতি আনার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে ওই নেতারা। রবিবার মৃত্যু হয়েছে এক বছরের একটি শিশুর এবং ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধার।

আন্দোলনরত রিয়াং শরণার্থী পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার একজন শিশু এবং একজন বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছে। চারদিন অতিক্রান্ত হয়েছে রিয়াং শরণার্থীদের রাস্তা অবরোধ আন্দোলন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দশদা-আনন্দবাজার সড়কে অবরোধ সংঘটিত করছেন রিয়াং শরণার্থীরা। বিনামূল্যে রেশন ও নগদ টাকার দাবীতে এই অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। খাদ্যাভাবের দরুণ ওই চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে রিয়াং শরণার্থীদের সংগঠনের তরফ থেকে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে এই ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সংবাদে প্রকাশ, গত তিনদিনের মতো রবিবারও সকালে নারী পুরুষ মিলে রাস্তা অবরোধ আন্দোলনে সামিল হন। এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এক শিশু ও এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। খাদ্যের অভাবে তাদের মৃত্যু বলে দাবি করা হয়েছে। মৃত শিশুর নাম অক্সা মসলই। বয়স এক বছর। বাবার নাম মুণিরাম মলসই। মণিরামের রেশন কার্ড নং ৫২(২)। নাইসিংপাড়া ব্লক নং জি। অন্যদিকে, বৃদ্ধ মহিলার নাম বস্তিরুম রিয়াং। বয়স ৬৫ বছর। স্বামী প্রয়াত কোমা রিয়াং। নাইসিংপাড়ার রেশনকার্ড নং ১৬৯। এদিন, সকালে তাদের মৃত্যু হয়েছে। পরে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শরণার্থীদের রাস্তা অবরোধ থাকায় গছীরাম, আনন্দবাজার প্রভৃতি এলাকার স্থানীয় সাধারণ মানুষদের জনজীবন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দৈনিক চাহিদার বাজারজাত দ্রব্যের দাম যতই বাড়ছে ততই সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগ বাড়ছে। এখনো রেশন নিয়ে জট না কাটায় এই পথ অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে শরণার্থীরা। উত্তর জেলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রবিবার সকালে ভয়াবহ আইক দুর্ঘটনা কল্যাণপুরে। ঘটনার বিরবনে জানা যায় এইদিন সকালে ওয়াতিলংটিলা এলাকা থেকে গানের জলসা দেখে কল্যাণপুর থেকে দুই বন্ধু টিফিন খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে কল্যাণপুর মাখনলাল চক্রবর্তী সেতুর উপর টিআর-০১-এসি- ০৬৭৮ নাম্বারের বাইকটি সজোরে সেতুর দেওয়ালে ধাক্কা মারে চালকের অসাবধানতার কারণে। এতে বাইকটি দুমরে মুচরে যায়। গুরুতর ভাবে আহত হয় বাইক চালক প্রতাপ দেববর্মা, বয়স ২২ বছর এবং তার বন্ধু ইমন দেববর্মা, বয়স ২২ বছর।

ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। ভিড় জমায় স্থানীয় লোকজন। বাইক চালক প্রতাপ দেববর্মার ডান হাতের আঙ্গুল কেটে যায়। অপরদিকে ইমনের বাম পায়ে গুরুতর ভাবে আঘাত লাগে। কল্যাণপুর হাসপাতালের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। ঘটনা সম্পর্কে জানান দমকল বাহিনীর এক কর্মী। তিনি জানান মাত্রাতিরিক্ত গতির ফলে হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ হেপাজতে যুবকের মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবী করলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ নভেম্বর ।। পুলিশি হেপাজতে উদয়পুরে মঙ্গল দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য আরক্ষা প্রশাসনের দিকে আঙুল উঠছে। রবিবার বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিআইএম-এর এক প্রতিনিধি দল মৃত মঙ্গল দাসের বাড়িতে গিয়ে তার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তক্রমে দোষীদের শাস্তিও দাবি করেন।

গত ৩০শে অক্টোবর উদয়পুর পুলিশি হেপাজতে থাকা অবস্থায় উদয়পুর মহকুমার মাতাবাড়ি গাঁওসভার একনম্বর ওয়ার্ডের অমরনগর কলোনির বাসিন্দা মৃত কানাই দাসের ছেলে মঙ্গল দাস (১৯)কে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করে গত ২৩শে অক্টোবর। ২৪শে অক্টোবর পুলিশ তাকে আদালতে তুললে আদালত পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ডে আনার পর গত ৩১শে অক্টোবর বিকাল চারটায় মঙ্গলের মা আরতী দাসকে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ মঙ্গল অসুস্থ বলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। এরই মধ্যে আরতী দাস গিয়ে দেখে ছেলেকে মর্গে নিয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে মঙ্গলের মা আরতী দাস জানান, ছেলেকে উদয়পুর ছনবনস্থিত শ্মশানে দাহ করা হয়। কিন্তু দাহ করার ব্যাপারে আরতী দাসকে পুলিশ জিজ্ঞাসাটুকুও করেনি। এনিয়ে উদয়পুর মহকুমায় ক্ষোভ বিরাজ করছে। এই ঘটনায় মঙ্গল দাসের মা পুলিশি হেপাজতে অত্যাচারে তার ছেলের মৃত্যুর অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হন। এই ঘটনায় আরক্ষা প্রশাসনের দিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ের ফুলবতী হত্যা মামলায় ধৃত প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ৪৮ ঘণ্টা পর উন্মোচন হল ফুলবতী দেববর্মা হত্যা কাণ্ডের রহস্য। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত তসেন দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তসেন দেববর্মাকে আটক করে খোয়াই থানার পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন খোয়াই এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেন গুপ্ত। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শঙ্কর চন্দ্র দাস এবং বাইজাল বাড়ি ফাঁড়ির ওসি।

তসেন পুলিশের কাছে তার অপরাধ স্বকার করেছে। আগামীকাল তাকে আদালতে তোলা হবে। উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রতনপুর জুমিয়া কলোনি এলাকার নিজ বাড়িতে ৫০ উর্ধ মহিলা ফুলবতী দেববর্মা, মাথায় ধাঁরালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর দিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ।

অপরাধীদের ধরতে নামানো হয় ডগ স্কোয়ার্ড। কিন্তু তারপরও খুনের কোনও ক্লু খোঁজে পায়নি পুলিশ। অবশেষে ৪৮ ঘণ্টা পর এল সাফল্য। এই খুনের অন্যতম অভিযুক্ত ফুলবতী দেববর্মার প্রতিবেশি স্বপন দেববর্মার ছেলে তসেন দেববর্মা (২২) গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে যদিও খুনের আসল কারণ কি তা এখনো অন্ধকারে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

উত্তরপূর্ব ভারত থেকে জঙ্গিদের নির্মূল করতে মায়ানমারের সহযোগিতা চাইছেল প্রধানমন্ত্রী

ব্যাংকক, ৩ নভেম্বর (হি.স.)।। রবিবার মায়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর আঙ সান সুকি সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকে উত্তরপূর্ব ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনায় মায়ানমান যাতে এই সকল জঙ্গি সংগঠনগুলিকে নিজেদের দেশের মাটি ব্যবহার করতে দেয় সেই দাবিই সুকির কাছে করেন প্রধানমন্ত্রী।

আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী। সেই অনুযায়ী এদিন নোবেল জয়ী সুকি সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন তিনি। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারে আলোচনা হয়। ভারত-মায়ানমান সীমান্তে জঙ্গিদের গতিবিধি নির্মূল করা নিয়েও আলোচনা হয়। রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৈঠকে সুকি কে জানিয়েছেন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মায়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রক্রিয়া ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমারের জন্য মঙ্গলময় হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন লুক ইস্ট নীতি এবং প্রতিবেশীদের গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ানমারকে বিশেষ গুরুত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে টাওয়ারের গার্ড ওয়াল নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ নভেম্বর ।। এবার এনইটিসিএল-এর টাওয়ার সংলগ্ন গার্ড ওয়াল নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ আনল পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসী। ঘটনা চুরাইবাড়ির ভৈবব পাড়াতে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন ভুক্তভোগীরা। দুর্নীতির ফল-যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে গার্ড ওয়াল। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাড়ির লোকজন। ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। হতে পারে প্রাণহানিও। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর দায়ভার নেবে কে? ঘটনা চুরাইবাড়ি ভৈরব পাড়াতে।

হাই টেনশন টাওয়ার মানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ লাইন যেটি পালাটানা থেকে বেরিয়েছে। এনইটিসিএল রে টাওয়ার নম্বর ০৪৬৭ যেটি চুরাইবাড়ি ভৈরব পাড়ায় বসানো হয়েছে। সরকার জমি ক্রয় করে টাওয়ার বসিয়েছে। কিন্তু ভৈরব পাড়ায় যে জায়গাতে টাওয়ার রয়েছে সেটির পাশ থেকে মাটি ধসে পড়ায় এনইটিসিএল পার্শ্ববর্তী জায়গার মালিক বাবুল মিঞার ভূমিতে একটি গার্ডওয়াল করে। নির্মাণ করার জায়গা দিতে বাবুল মিঞার কোন আপত্তি ছিল না, কারণ গার্ডওয়াল টি হলে মাটি ধসে পড়বে না। আর নিচে রয়েছে তার বাড়ি এসব কথা চিন্তা করে বাবুল মিঞা জায়গা দেন।

যথারীতি কাজও শুরু হয়। মাসখানেক আগে কাজ শেষ হলেও বর্তমানে এই গার্ডওয়াল-এর চারিদিকে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে এটি। আর এটি ভেঙে পড়লে নিচের বাড়িতে থাকা লোকজনের প্রাণহানিও হতে পারে। বাবুল মিঞা জানান, দুর্নীতি হয়েছে বলেই ফাটল ধরেছে নইলে একমাসের ভিতরে গার্ডওয়াল-এর চারিদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে আধিকারীকদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার ত্রিপুরাকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। সরকারে এই প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের। আজ আগরতলা টাউন হলে গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সংঘ-এর বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার কেবল সরকারি কর্মচারী নয়, কৃষক, শ্রমিক, বেকার ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যকে নেশামুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ারও প্রয়াস নিয়েছে সরকার। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর সপ্তম পে কমিশনের আদলে কর্মচারীদের পে-স্কেল দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রোজগার সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করছে। সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের সার্বিক বিকাশ। এই দিশাতেই সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, আমাদের ভিশন ডকুমেন্ট মানুষের মনে আশা, আকাঙ্খা ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সঠিক কোনও দিশা ছিলো না। তিনি বলেন, আগের সরকারের আমলে কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য রোজ মিছিল মিটিং করতে হতো। নতুন সরকারের আমলে এখন আর মিছিল, মিটিং ও ধর্না দিতে হয় না। নতুন সরকার আসার পর বিনা আন্দোলনে হোমগার্ডদের বেতন ৬,০০০ টাকা থেকে ১৮,০০০ টাকা করা হয়েছে। কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটি ৪ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা হয়েছে। ৫০ বছর পর কোনও সরকারি কর্মচারী যদি মারা যান তার পরিবার ৬০ বছর পর্যন্ত বেতন পাবেন। বিদ্যুৎ নিগমের লাইনম্যান বা অন্যান্যরা দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার পরিবার ২ লক্ষ টাকার পরিবর্তে এখন ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ ডাই-ইন-হারনেসে চাকরির জন্য ১৫ শতাংশ পদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কর্মচারীদের পূজা অনুদান ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে রোজ ১৮টি বিমান উঠানামা করে। ত্রিপুরা এখন ৮০ শতাংশ ড্রাগমুক্ত রাজ্য। গড়ে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ৬ শতাংশ। আগে অপরাধীদের শাস্তির হার ছিলো ২৯ শতাংশ। এখন শাস্তির হার ৩৯ শতাংশ। বেকারত্বের হার কমেছে ৩ শতাংশ। আগে রাজস্ব সংগ্রহ হতো ৯.৮ শতাংশ। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। ব্যাঙ্কের সিডি রেশিও ছিলো ৩৯ শতাংশ। এখন হয়েছে ৫৬ শতাংশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ২৭ ◻ ৪ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১৭ কার্ত্তিক ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উত্তর পূর্বে অশনি সংকেত

অশান্তির পথেই যেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য হাবুডুবু খাইতেছে বলা যাইতে পারে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং সম্প্রতি আসামেও সেই ছায়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় উদ্বেগ উৎকন্ঠা বাড়িতেই পারে। যদিও কোনও ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা রুখিতে নিরাপত্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। তবু, অশান্তির আশংকা দেখা দিয়াছে। নাগা চুক্তির বিষয় নিয়াই গোটা উত্তর পূর্বের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে। মণিপুরে চলিতেছে অঘোষিত কার্ফু। নাগাল্যান্ডেরও প্রায় একই ছবি। দুই রাজ্যের জনজীবন কার্য্যত স্তব্ধ। মণিপুরের রাস্তায় সকাল বিকাল লং মার্চ করিতেছে সেনা বাহিনী। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছে ছয়টি ছাত্র যুব ও মহিলা সংগঠন নিয়া গঠিত কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব মণিপুর ইন্টিগ্রিটি সংক্ষেপে কোকোমি। তাঁহারা সিজ ওয়ার্ক এক্সটেনশন ঘোষণা করিয়াছে। সমস্ত সরকারী বেসরকারী অফিস স্কুল কলেজ বনধ রাখিয়া বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামিবার ডাক দিয়াছে কোকোমি। তাঁহাদের অভিযোগ, নাগা শান্তি চুক্তির নামে মণিপুরের অর্ধেক অংশ নাগালিমের হাতে তুলিয়া দিতেছে। কেন্দ্র নাগা চুক্তি প্রকাশ করিতেছে না। মণিপুরকে টুকরো করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। বৃহস্পতিবার এনসিসিএন(আইএম) এর সঙ্গে নাগা চুক্তির চূড়ান্ত আলেচনা হইয়াছে। এই জঙ্গী গোষ্ঠী তাহাদের দাবী কেন্দ্র মানিয়া নেওয়ায় চুক্তিতে সই করিতে রাজী হইয়াছে। জঙ্গী গোষ্ঠীর দাবী মণিপুরের তিন জেলা, আসামের দুই জেলা ও অরুণাচল প্রদেশের এক জেলাকে নাগাল্যান্ডে সামিল করিয়া নাগালিম গঠন করিতে হইবে। তাহা ছাড়াও পৃথক পতাকা ও সংবিধানের দাবী জানাইয়াছে। জানা গিয়াছে কেন্দ্র এই দাবীগুলি মানিয়া নিয়াছে। অন্যদিকে, মণিপুরে পৃথক আন্দোলনে নামিয়াছে কুকি সংগঠনগুলি। কুকিদের বৃহৎ সংগঠন থাডৌ স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক লামজাথাঙ হাওকিপ শুক্রবার জানাইয়াছেন তাহারা পৃথক কুকিল্যান্ডের দাবীতে ত্রিশ বছর ধরিয়া আন্দোলন করিতেছেন। কুকিরা নাগাল্যান্ডের সঙ্গে সামিল হইবে না জানাইয়া দিয়াছেন এই কুকি নেতা। সবচাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এইখানেই যে, বুধবার লন্ডনে পৃথক মণিপুর কাউন্সিল গঠন করিয়াছে একটি সংস্থা। কাউন্সিলের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ামবেম বীরেন ও বিদেশমন্ত্রী নারেঙবাম সমরজিৎকে মনোনীত করা হইয়াছে। এদিকে, নাগা চুক্তি খোলসা করার দাবী জানাইয়াছে আলোচনাপন্থী আলফা। তাঁহাদের অভিযোগ কেন্দ্র আসামের বিরাট অংশ নাগালিমে জুড়িয়া দিতেছে। তাঁহাদের মতো উত্তরপূর্বকে অশান্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস চলিতেছে।

কেন্দ্র যে নাগা চুক্তি সম্পাদন ও রূপায়ণে বদ্ধ পরিকর সেই আঁচ পাওয়া যাইতেছে। ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে মণিপুরে। বিমানে সেনা বাহিনী পাঠানো হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, নাগা চুক্তি রূপায়ণের মধ্য দিয়া কি উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি শান্তি ও উন্নয়নের পথে আগাইবে কিনা। এই চুক্তি কি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্ররোচিত করিবে কিনা? উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিংসার ইতিহাস তো কাহারো অজানা নহে। এই হিংসার কারণে এইসব রাজ্যে উন্নয়ন পিছাইয়াছে। হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত হইয়াছে। সুবিচার মিলে নাই। রক্তের বিভিষিকায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছে মানুষ। এই পরিস্থিতি এই অঞ্চলের মানুষ কাটাইয়া উঠিতে না পারিলেও অনেকটাই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিল। আসামে অগপর দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আসাম চুক্তি সম্পাদন করিয়া সেই আগুনে জল ঢালিয়াছিলেন। কিন্তু, আসামে শান্তি আসে নাই। আলফা উগ্রপন্থীদের কারণে আসাম অশান্তির আগুনে পুড়িয়াছে। কত মানুষের প্রাণ বলি হইয়াছে তাহার কি হিসাব আছে? কিন্তু, শান্তি আসিবে কিভাবে? শান্তির নিশ্চয়তা না থাকিলে উন্নয়ন অসম্ভব। আবার পিছনে হাটিবে আসাম। আর তাহার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য রাজ্যগুলিও আতংকিত হইয়া পড়িবে। কেন্দ্রের সরকার কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিতেছেন। জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রয়োগ। রাজ্য ভাঙ্গিয়া দুইটি কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পরিণত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নাগা চুক্তি রূপায়ণ করা তো মোদি অমিত শাহর কাছে নস্যি। কথায় আছে 'করিয়া ভাবিও না ভাবিয়া করিও কাজ।' নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দিক খতাইয়া দেখিয়া নাগা চুক্তি সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। যেকোনও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রেই তাঁহার একটি মৌলিক লক্ষ্য থাকে। এক্ষেত্রে সেই লক্ষ্য কি তাহা নিয়া আলোচনার সুযোগ নাই। চুক্তি একেবারেই গোপন রাখিবার ক্ষেত্রে সার্থকতা কি তাহাও তো স্পষ্ট নহে। কারণ, এই রকম চুক্তি তো গোপন থাকিতে পারে না। নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার মুখ খুলিতেছেন না। ইহাই জনমনে সমস্যা বাড়াইয়াছে। নাগাল্যান্ডের সমস্যা নতুন নহে। স্বাধীনতার পর হইতেই এই রাজ্যের সমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। নাগাল্যান্ডে কিন্তু বহির্রাজ্যের মানুষের যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। প্রশ্ন উঠিতেছে, নাগাল্যান্ড, আসাম ও মণিপুরের আজকের যে সমস্যা উঠিয়া আসিয়াছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হইবে। এক্ষেত্রে সামান্য ভুল বিশাল সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে।

অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের সাসপেন্ড করার দাবিতে অনশন তিস হাজারির আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশনে বসেছেন তিস হাজারি আদালতের আইনজীবীরা। পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছে ক্ষিপ্ত আইনজীবীরা।

গাড়ি পার্কি করা নিয়ে আদালত চত্বরে শনিবার বিকেলে আইনজীবী এবং দিল্লি পুলিশের মধ্যে বচসা শুরু হয়। আইনজীবীদের অভিযোগ সেই সময় এক পুলিশকর্মী গুলি চালায়। যার জেরে আহত হন এক আইনজীবী। এরপরে পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। ক্ষিপ্ত আইনজীবীরা আদালত চত্বরে থাকা গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এদিনের অনশন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আইনজীবী অজয় গৌড় জানিয়েছেন, এটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট। যে সকল পুলিশকর্মী আইনজীবীদের মারধর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা উচিত। ২০০ জন আইনজীবী যারা পুলিশের মারে আহত হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।

বর্তমানে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ বিষয়টি তদন্ত করেছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন আইনজীবীরা। এই প্রসঙ্গে অজয় গৌড় জানিয়েছেন, হাইকোর্টের কোনও বিচারপতিকে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক।

তিস হাজারি আদালতে দুইটি মামলার জন্য আসা পাটনার আইনজীবী নদিম আখতার খান জানিয়েছেন, এক পুলিশ আধিকারিক আইনজীবীর উপর লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। অপরাধীদের উপর গুলি চালানো উচিত, শিক্ষিত মানুষদের উপর নয়।

বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা আইনজীবী আর এন ভট্ট জানিয়েছেন, শনিবার ডিসিপি নর্থের নির্দেশে আইনজীবীদের উপর হামলা চালায় পুলিশ। এমনকি আইনজীবীদের চেম্বার এবং গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। সোমবার সমস্ত ডিস্ট্রিক আদালতে কাজে যোগ না দিয়ে ধর্মঘট পালন করবে আইনজীবীরা। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের দ্রুত সাসপেণ্ড করতে হবে। হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি আইনজীবীদের দুই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে দিল্লির বার কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে। অল্পবিস্তর জখম আইনজীবীদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। বার কাউন্সিলের তরফ থেকে সোমবার সমস্ত ডিস্ট্রিক আদালতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সিপিএম নেতারা অন্যদের ঠকাচ্ছেন, নিজেরাও ঠকছেন

অচিন রায়

সিপিআই এবং সিপিএমের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। এই নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি করে সিপিএম নেতারা অন্যদের ঠকাচ্ছেন এবং তা করতে গিয়ে নিজেরাও ঠকছেন।

সিপিএম নেতদের সাজানো বিতর্ক অবশ্য সিপিএম নেতাদের ঠকাতে পারছে না। কারণ, তাদের সিদ্ধান্ত, ১৯৫২ সালের ২৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে সিপিআই) জন্ম হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী একমত হয়ে এটা মেনে নিয়েছিল । বি টি রণদিভে, এম বাসবপুন্নায়ক, এ কে গোপলনও তখন থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের শরিক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে ওই সব নেতা সিপিআই ভেঙে সিপিএম গড়েছিলেন। তারপর পার্টির প্রতিষ্ঠার স্থান এবং সময় নিয়ে নিজেদের মত পাল্টে ফেলেছিলেন। খাঁটি মার্কসবাদীরা সম্ভবত এইরকম চটপটে অথবা ভুলো মন হয়ে থাকেন।

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে কানপুরে পার্টি প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে তারা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। তারা নতুন করে ঠিক করেন, ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই হিসাব ধরে এই বছরের ওই তারিখটিতে তারা পার্টি প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পালন করেছেন।

একশ বছর আগে একটা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, তবে তার নাম সিপিআই ছিল না। তার নাম ছিল ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি। সিপিএম নেতারা সেই পার্টির ইজারা নিচ্ছেন কোন অধিকারে?

সেই পার্টির নামে ইন্ডিয়ান কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বটে, তবে তার শিকড় ভারতের মাটিতে ছিল না। ছিল উজবেকিস্তানের তাসখণ্ড শহরে। ভারতীয় অভরতীয় মিলিয়ে সাত জন ব্যক্তি ওই শহরে বসে ওই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকের সিপিএম নিজেদের ওই পার্ঠির উত্তরাধিকারী বলেঢাক বাজাচ্ছে। তবে ওই সাতজন ব্যক্তিকে পার্টির জনক বলে সিপিএম নেতারা কখনও স্বীকার করেননি। এখনও করেন না। অর্থাৎ সিপিএম নেতারা বূর্বপুরুষ বলে যাঁদের মানেন না, তাঁদের উত্তরাধিকারীও হতে পারে না।

এবার সিপিএমের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি। মুজাফফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙর, রণদিভে, বাসব পুন্নাইয়া গোপালন, সুরজিৎ প্রমুখ একটানা বহু বছর ধরে সিপিআইয়ের নেতা ছিলেন। ক্রমশ তাঁদের মনে হল, এই পার্টিটা পচা লাশ। তা থেকে সংশোদনবাদের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। পার্টির ক্ষমতাবান এবং গরিষ্ঠ নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে, স্ট্যালিন বিরোধী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভজনা করছে। ভারতে বুর্জোয়া নেতা জওহরলাল নেহরু এবং জমিদার -পুঁজিপতিদের দল কংগ্রেসের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। এই সিপিআই শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে সর্বহারার বিপ্লব করবে না।

অতএব এই পার্টিকে মল মূত্রের মতো বর্জন করে সাচ্চা মার্ক্সবাদী পার্টির পত্তন করতে হবে। তাদের এই ভাবনায় ইন্ধন দিচ্ছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। গত শতকের ছয়ের দশকের গোড়ায় চিনের পার্টির মুখপত্রে সংশোধনবাদীদের দর্পণ নামে চড়া সুরে বাঁধা একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সিপিআইয়ের চেয়ারম্যান এস এ ডাঙ্গে এবং পার্টির গরিষ্ঠ নেতৃত্বকে এই প্রবন্ধে সংশোধনাদী এবং নেহরুর দালাল বলে আশা মিটিয়ে গালমন্দ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাতে সিপিআইয়ের প্রকৃত বিপ্লবীদের বলা হয়েছিল, ওই সব সংশোধনবাদীদের বর্জন করে এগিয়ে যাওয়ার তাদের কর্তব্য।

চিনের পার্টির এই উপদেশকে শিরোধার্য করে পার্টি নেতৃত্বের একটি ছোট অংশ সিপিআই থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উঠে পড়ে গেলে গেলেন। প্রমোদ হরেকৃষ্ণ রণদিভে গোপালন বাসব পুন্নাইয়া সেই কাজে খুবই উৎসাহী ছিলেন। সত্যের খাতিরে বলা দরকার, জ্যোতি বসু তখন পার্টিকে এক রাখার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ফলে তিনি প্রমোদবাবুদের গোষ্ঠীতেই যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৬৪ সালের ৪ জুলাই সিপিআইয়ের ইতিহাস একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিন পার্টির ভাঙন আটকাবার জন্য সংশোধনীবাদী ডাঙ্গে চক্র এবং আগমার্ক মার্ক্সবাদী রণদিভে প্রমোদ চক্রের তিনজন করে আধ ডজন প্রতিনিধি দিল্লিতে এক বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠক সফল হয়নি। ভেস্তে গিয়েছেল। যে কারণে বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল, তাতে অনুমান করা যায়, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শগত বিবাদ ছিল গৌণ। নেহাতই লোক দেখানো ব্যাপার। ডাঙ্গে বিরোধী গোষ্ঠীর চূড়ান্ত শর্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারা পার্টি নেতৃত্বে খবরদারি করার জন্য ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমেছিলেন। এই লড়াইয়ে ডাঙ্গা গোষ্ঠী জিতেছিল। ফলে মুখ রক্ষার জন্য বিরোধী গোষ্ঠী পার্টিকে টুকরো করার চরম পথ বেছে নিয়েছিলেন। চিনের ইন্ধন তো ছিলই।

ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি। সেই বৈঠকে জ্যোতি বসু বললেন, আমাদের চিনের দাদাল বলে ডাঙ্গে বিবৃতি দিয়েছেন। পাল্টা দিলেন রাজেশ্বর রাও। তিনি বললেন, ডাঙ্গেকে আপনারা ব্রিটিশের চর এবং বর্তমান সরকারের (কংগ্রেস) দালাল বলেছেন। তা ছাড়া আপনারা সব স্তরে সমান্তরাল পার্টি চালাচ্ছেন। এই অভিয়োগের কোনও জবাব অপর পক্ষ দিতে পারলেন না। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য জ্যোতি যা বললেন, তা ভয়ঙ্কর হলেও নির্মম সত্য। তিনি বললেন, এখন যা অবস্থা তাতে আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। উভয় পক্ষে এই রকম কথা কাটাকাটি চলতে থাকার মধ্যে প্রমোদ আসল তাসটি খেললেন। তিনি বললেন, তাঁরা ডাঙ্গেকে পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে মেনে নিলে অপর পক্ষ নাম্বুদিরিপাদকে সাধারণ সম্পাদক মেনে নেবেন কি না? রাজেশ্বর এক কথায় জবাব দিলেন, না।

রাজেশ্বরের এই কড়া জবাব শুনে জ্যোতি বললেন, অর্থাৎ আপনারা আমাদের কোনও প্রস্তাবই মানছেন না। জ্যোতির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে রাজেশ্বর সরাসরি বলেদিলেন, হ্যাঁ, এটাই ঠিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আস্থা নেই।

---আমরাও ভালোভাবে বুঝে নিলাম, জ্যোতির এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে বৈঠক শেষ হয়েছিল। তারপর ডাঙ্গে বিরোধীরা ঝড়ের বেগে এগিয়ে ২৪ অক্টোবর ৩১ অক্টোবর কলকাতার ত্যাগরাজ হলে একটি সম্মেলন করে বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদী পার্টির পত্তন করলেন। সম্মেলন থেকে তাঁরা দাবি, করলেন এটাই আসলি সিপিআই, বাকিটা নকলি অতএব বাতিল। বিশুদ্ধ পার্টিকে তো ভোটে লড়তে হবে। কংগ্রেস এবং তার দালাল ডাঙ্গের পার্টিকে কবর দিতে হবে। তাই সিপিআইয়ের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক কাস্তে ধানের শিসের দখল নেওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালে তাঁরা নির্বাচনের দ্বারস্থ হল। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য। নির্বাচন কমিশন তাঁদের আবদার খারিজ করল ফলে তাঁর নতুন নাম সিপিআই (এম) এবং নতুন প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি তারা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। মূল পার্টি সিপিআইয়ের নাম ও প্রতীক ডাঙ্গে পন্থীদের হাতেই থেকে গেল।

উভয় পক্ষে এই রকম কথা কাটাকাটি চলতে থাকার মধ্যে প্রমোদ আসল তাসটি খেললেন। তিনি বললেন, তাঁরা ডাঙ্গেকে পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে মেনে নিলে অপর পক্ষ নাম্বুদিরিপাদকে সাধারণ সম্পাদক মেনে নেবেন কি না? রাজেশ্বর এক কথায় জবাব দিলেন, না।

সুতরাং এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিপিএম ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি দল। এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের সমালোচনা করার হেতু নেই। কারণ দল ছাড়া এবং দল গড়া গণতান্ত্রিক অধিকার। বক্তব্য একটাই ১৯৬৪ সালে যে দলের জন্ম,২০১৯ সালে তার বয়স ১০০ বছর হতে পারে না। অথচ সিপিএম নেতারা সেই দাবিকে আঁকড়ে আছেন। এর দ্বারা তাঁরা অন্যদের ঠাকাবার চেষ্টা করছেন এবং নিজেরাও ঠকছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ শ্রমিক নেতা দেবাশিস দত্ত, গবেষক বাসু আচার্য এবং প্রবীণ সাংবাদিক শঙ্কর রায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে টেলিকম শিল্পে আরও আঁধার নামছে

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভারতের টেলিকম সেক্টর বেশ কয়েক বছর থেকেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দেওয়ালির আগে প্রায় ১৪ বছর আগের এক মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট যা নির্দের্শ দিয়েছে, তাতে ভোডাফোন-আইডিয়া, এয়ারটেলের মতো টেলিকম সংস্থায় গভীর অন্ধকার নেম আসতে চলেছে। ২৪ অক্টোবর শীর্ষ আদালতে জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় টেলিকম দফতর (ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম বা ডট) ১৯৯৯ সালে 'অ্যাডজাস্টেড গ্রস রেভেনিউ'বা এজিআর'-এর যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা ঠিক করেছে, তা একেবারে ঠিক। আর ডটের এজিআরে'র ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্টে মান্যতা পাবার ফলে এয়ারটেল ভোডাফোনের মতো সংস্থাকে বকেয়া সাড়ে ৯২ হাজার কোটি টাকার দেনা মেটাতে হবে। বর্তমান বিভিন্ন টেলিকম সংস্থার যে আর্থিক অবস্থা, তাতে তাদের পক্ষে এই দেনার দায় মিটিয়ে টিকে থাকা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এক বড় প্রশ্নচিহ্ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত যাওয়ার আগে 'এজিআর'-এর বিষয়টি একবারদেখে নেওয়া যেতে পারে।

'এজিআর'-এর শুরুর কথা এই শতকের আগে, সেই ১৯৯৯। ওই বছর টেলিকম নীতি অনুসারে টেলিকম সংস্থাগুলিকে তাদের মোট আয়েত কত শতাংশ স্পেকট্রাম ব্যবহারের চার্জ (এসইউসি) ও লাইসেন্স ফি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে হবে তার ব্যাখ্যা করেছিল 'উট' ঠিক করে যে ভাড়া, হ্যান্ডসেট বিক্র, ডিভিডেন্ড, সম্পত্তি বিক্রির মতো আয়ও টেলিকম সংস্থার মোট আয়ের বা এজিআর-এর মধ্যে আসবে। আর এই মোট আয়ের ভিত্তিতেই টেলিকম সংস্থার স্পেকট্রাম ব্যবহারের চার্জ (এসইউসি) টিক হবে। অন্যভাবে বলা যায় মোট আয় যত কম হবে সরকারকে দেয় লেভি, লাইসেন্স ফি ইত্যাদি তত কম হবে। অন্যদিকে টেলিকম সংস্থাগুলির বক্তব্য, এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। শুধুমাত্র টেলিকম সার্ভিস থেকে প্রাপ্ত আয়ই 'এজিআর'-এর হিসেবে আসবে, অন্য কোনও আয়ের হিসেব আসবে না। অর্থাৎ মূল ব্যবসার বাইরে (নন কোর) কোনও আয় এজিআর -এর মধ্যে আসবে না। মতের এই অমিল নিয়ে ধুন্ধুমার শুরু হয় ২০০৩ সাল থেকেই। এর মধ্যে 'ক্যাগ'-এর (কম্পট্রোলার অডিটর জেনারেল) রিপোর্টে বলা হয় যে টেলিকম সংস্থাগুলি তাদের 'এজিআর' কম করে দেখাচ্ছে। উট ও টেলি সংস্থাগুলির বিরোধ গড়ায় টেলিকম ডিসপিউট সেটেলমেন্ট অ্যান্ড ওাপিলেট ট্রাইব্যুনালে। ২০০৫ সালে টেলিকম সংস্থাগুলির সংস্থা সেসুলার অপারটের্স অ্যাসোসিয়েন অব ইন্ডিয়া উটের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রেক্ষাপটে ২০১২ সালে শীর্ষ আদালতের আরেকটি রায়ের কথা উল্লেখ। ২-জি স্পেকট্রাম বন্টন মামলায় ২০১২ সালে শীর্ষ আদালতের রায়ে আটটি বেসরকারি সংস্থার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। আর স্পেকট্রাম বন্টন নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও কম হয়নি, তবে আমরা আজকের আলোচনায় সেই প্রসঙ্গে যাব না।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষাপট আলোচনার পর আমরা টেলিকম সংস্থাগুলির স্পেকট্রাম ব্যবহারের চার্জ, জরিমানা, সুদ ইত্যাদি বাবদ দায় কত তা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। লাইসেন্স ফি, সুদ পেনাল্টি ইত্যাদি বাবদ মোট বকেয়া দেনা ১.৪০ লক্ষ কোটি টাকা। বকেয়া লাইসেন্স ফি বাবদ সবচেয়ে বেশি দিতে হবে ভোঢাফোন-আইডিয়াকে ২৮ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা, আর সবচেয়ে কম দিতে হবে রিলায়েন্স জিও'কে মাত্র ১৩ কোটি টাকা। রিলায়েন্স জিও'র টাকার অঙ্ক কম, কেননা তাদের ব্যবসা শুরু বছর তিনকে আগে। অন্যদিকে ভোডাফোন, এয়ারটেল (লাইসেন্স ফি'র দায় ২১ হাজার ৮৮২ কোটি টাকা), রিলায়েন্স কমিউনিকেশন (দায় ৯ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকা, এয়ারসেলের (দাম ৭৮৫৩ কোটি টাকা) মত অন্য সংস্থাগুলির ব্যবসা পুরনো। তবে সম্প্রতি বিএসএনএল-এমটিএলও (সরকারি সংস্থা) বাঁচাতে সরকারি উদ্যোগী হয়েছে, কিন্তু তাদের বকেয়াও খুব কম নয়, প্রায় ৪৬৩৬ কোটি টাকা। সব সংস্থার লাইসেন্স ফি বাবদ বকেয়া প্রায় ৯৩ হাজার কোটি টাকা। আর এর সঙ্গে আছে স্পেকট্রাম ব্যবহারের জন্য বকেয়াদের চার্জ, যা প্রায় ৪৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বিভিন্ন টেলিকম সংস্থগুলির ঘাড়ে বিশাল অঙ্কের দেনার দায়।

বর্তমানে বিভিন্ন টেলিসংস্থা ব্যাঙ্ক দেনার দায়ে ডুবে রয়েছে। এর সঙ্গে শীর্ষ আদালতের রায়ে যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে মেটাতে হবে, তা যোগ করলে যে অঙ্ক হবে, সেই দায় মেটানোর ক্ষমতা এই সংস্থাগুলির আদৌ আছে কিনা, সেটা এখন বিভিন্ন মহলে আলোচনার বিষয়। সংবাদপত্র সূত্রে প্রকাশ, ভাডাফোন, আইডিয়া, ভারতী এয়ারটেলের বাজারে দেনা যথাক্রমে ১.২ লক্ষ কোটি ও ১.১৬ লক্ষ কোটি টাকা। রিলায়েন্স জিও কিন্তু খুব পিছিয়ে নেই। তাদের ধার ৭৬ হাজার কোটি টাকা, আর সরকারি সংস্থা বিএসএনএল/ এমটিএনএল-এর ৪০ হাজার কোটি টাকা।

সর্বনাশা ধাক্কা কী?

ঋণ ও অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত টেলিকম শিল্প এখন গভীর সংকটে। লাইসেন্স ফি সহ অন্যান্য বকেয়া মেটানোর অবস্থা এই শিল্পের আছে কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে। টেলিকম সংস্থার সংগঠন সিওএআই ইতিমধ্যে জানিয়েছে যে, শীর্ষ আদালতের রায়ে তাদের কাছে মৃত্যুদণ্ডের শামিল 'এক সর্বনাশা ধাক্কা'। এই রায়ে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খাবে যে দু'টি সংস্থা সে দু'টি হল ভোডাফোন-আইডিয়া আর এয়ারটেল। অন্য কয়েকটি টেলিকম সংস্থাগুলি যেমন এয়ারটেল, টাটা টেলিভিসেস, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন ইত্যাদি ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে বা অন্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এদের কাছে বকেয়া লাইসেন্স ফি কীভাবে আদায় হবে, তা কিন্তু রায়ে অস্পষ্ট নয়। বিএসএনএল পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের আওতায় তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা এই বকেয়া সরকার দাবি না করতেও পারে। টেলিনরের মতো কয়েকটি বিদেশি টেলিকম সংস্থা ইতিমধ্যে দেশ ছেড়েছে। সব মিলিয়ে বকেয়া আদায় কতটুকু হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

শীর্ষ আদালতেরএই রায়ে শুধুমাত্র টেলিকম শিল্পে অন্ধকার নেমে আসবে তা নয়, ব্যাঙ্ক সহ সামগ্রিকভাবে সব শিল্পেই কমবেশি ধাক্কা আসবে। ৫-জি'র মতো প্রযুক্তি আসতে সময় নিতে পারে।

দেশের অর্থনীতি এখন ঝিমিয়ে রয়েছে। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, কর্পোরেট করে ছাড়, জিএসটি হারের পরিবর্তন, আবাসন শিল্পে ছাড় ---হরেক দাওয়াইতে দেশের আর্থিক মন্দা কাটাতেই চাইছে না। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সরকারের খুশি হওয়ারই কথা, বাড়তি রেস্তো আসবে। কিন্তু সরকারি মহলে কান পাতলে এই রায়ে টেলিকম দুর্দশার সঙ্গে ব্যাঙ্ক শিল্পের অনাদায়ী ঋণের বোঝা (এনপিএ) কতটা বাড়বে, তা নিয়ে খুশির চাইতে সেই দুশ্চিন্তাই বেশি। টেলিকম সংস্থাগুলির বকেয়া ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ৭ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। ব্যাঙ্ক কি এই টাকা আর ফেরত পাবে?

গত কয়েক বছর ধরে কর্মসংস্থানের গতি বেশ শ্লথ। এর মধ্যে আবার যদি টেলিকম সংস্থাগুলির গেটে তালা পড়ে তবে এইসব সংস্থার কর্মীদের কাজ হারাবার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বিএসএনএলের পুনরুজ্জীবন প্রকল্প হাতে নিয়ে এই সংস্থার কর্মীদের নিয়ে সরকারের জেরবার অবস্থা। অনেক বলছেন স্পেকট্রাম ফি সহ অন্যান্য বকেয়া পেলে কেন্দ্র বিএসএনএল-এমটিএনএলের পুনরুজ্জীবন প্রস্তাবিত অর্থের বরাদ্দের (কুড়ি হাজার কোটি টাকা) ব্যবস্থা করা সহজ হবে। কিন্তু, বকেয়া আদয় হলেও তার পরিমাণ নিয়ে অনেকই সন্দিহান। এছাড়া টেলিকম শিল্পের অনুসারী শিল্পে ধাক্কা আসবে---যার জের খুব কম হবে না।

সুপ্রিম কোর্টের রায় বের হওয়ার দিনে ভোডাফোন-আইডিয়ার শেয়ার দর প্রায় ২৫ শতাংশ নেমে যায়। দেওয়ালির মুরত লেনদেনের দিনে শেয়ার বাজার কিছুটা চাঙ্গা হলেও টেলিকম সংস্থাগুলির গ্যায়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ছাঁকা কতটা লাগবে, সেই ভাবনা শেয়ার বাজারে ছায়া ফেলেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

সরকার বা টেলিকম সংস্থাগুলি এখন কী করতে পারে? সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চের এই রায়ের পুনর্বিবেচনার জন্য টেলিকম সংস্থাগুলি আবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে বলে টেলিকম শিল্প সংস্থার একাংশ মনে করছেন। তাঁদের অনেকের বিশ্বাস, রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালে কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো তীব্র আপত্তি না করতে পারে। কারণ তাদের অবস্থা কুল রাকি না শ্যাম রাখি। তবে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন আর নতুন কোন মামলা শোনা হবে না। তবে শীর্ষ আদালতের এটাই শেষ কথা কিনা, বলবে আগামী দিন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রিলায়েন্স জিও ছাড়া অন্য সব টেলিকম সংস্থা দায় মেটাতে গিয়ে আর্থিক অবস্থা যে হাল দাঁড়াবে,তা সামাল দেওয়া সামগ্রিকভাবে টেলিকম শিল্প পারবে না, এটাই বলা যায়। তাহলে পথ কী? টেলিকম শিল্পের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা ভেবে বকেয়া দেনায় ছাড় দেওয়া স্পেকট্রাম নিয়ে যা সব কাণ্ড হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে এই সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, ছাড় দিয়ে সরকারি কি সমালোচনার মুখে পড়তে চাইবে? সরকারি আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে সরকার ঘুরপথে টেলিকম সংস্থার জন্য হাত বাড়াতে পারে, আর টেলিকম শিল্পও তাই চাইছে। তবে একথা বলা যায়—১৪ বছরের মামলার শীর্ষ রায়ে শুধুমাত্র টেলিকম শিল্পের সংকট বৃদ্ধি করেছে, তা নয়, সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতির সামনে ফেলেছে কালো ছায়া,যা কতটা প্রলম্বিত হবে,তা নিয়ে বিভিন্ন মহল চিন্তিত। আগামী দিনে টেলিকম সংস্থার ৫ জি'র মতো নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলবে এই রায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

উৎসবের শেষ মরশুমের হৈমন্তিক চন্দননগর এখন আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু

হুগলি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সপ্তমী সকাল থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে ঠাকুর দর্শনের পালা। ভিড়কে উপেক্ষা করতেই দর্শনার্থীরা সেরে ফেলতে চাইছেন প্রতিমা দর্শন।শুরু হয়ে গেল চন্দননগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী উৎসবের। এদিন সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করছেন চন্দননগরের বিভিন্ন পূজামন্ডপ গুলিতে। অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা তার সঙ্গে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী উৎসবে অন্য মাত্রা দিয়েছে। কথিত আছে, বহু বছর আগে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ন চৌধুরি চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী সূচনা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান থাকাকালীন তিনি সেখানকার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী উৎসব দেখে তার মনে সাধ হয়েছিল নিজ বাসভূমি চন্দননগরের সূচনা করবেন সেখানকার জগদ্ধাত্রী পুজোর আরাধনা। এরপর থেকে বছরের পর বছর ধরে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শ্রদ্ধা সহকারে পূজিত হয়ে আসছেন চন্দননগর মা জাগাধাত্রীর। চন্দননগর মানকুন্ডু ভদ্রেশ্বর জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় পুজো ।এখানকার আলোকসজ্জা জগদ্বিখ্যাত। চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোর জাদু দেখায় না বিশ্বের বিভিন্নদেশের মানুসেরকাছে চন্দননগরের আলো এক অবাক বিস্ময়। এখানেএবারের পুজো সাবেকি পুজোর সঙ্গে সঙ্গে চলছে নানা ধরণেরথিমের পুজো। সব থেকে নজর কেড়েছে হেলাপুকুরধার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা। এবারের তাদের থিম হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশন। যা চতুর্থীর দিন থেকেই দেখতে দলে দলে ভিড় জমিয়েছেন হেলাপুকুর সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজার প্যান্ডেলে ।উদ্যোক্তাদের দাবি তাদের পুজো দেখতে সমস্ত মানুষকে একবার না একবার হেলাপুকুরে তাদের মণ্ডপে আসতেই হবে। চতুর্থ দিন পুজোর উদ্বোধন করেছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় নায়ক প্রসেনজিৎ। এ বছর তাদের পুজো ৫০ বছরে পড়ল। আর এই ৫০ বছরেকে মাথায় রেখেই তাদের এই প্রয়াসে উদ্যোক্তাদের আরও বক্তব্য শুধুমাত্র পুজো নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন না। বছরের অন্যান্য দিনগুলি তারা নানা ধরনের সামাজিক কাজ তারা করে থাকেন। এ বছর তারা গরিবদের বস্ত্র দান কম্বল দান সহ নানা অনুষ্ঠান করেছেন হয়েছে বর্ণাঢ্য গাড়ির ব্যালি।

নরেন্দ্রপুরে ছিনতাই, শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নরেন্দ্রপুর, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রেস্টুরেন্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক পরিবারের সদস্যদের উপর দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ উঠল নরেন্দ্রপুরে। মারধরের পাশাপাশি ছিনতাই ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানার অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশি নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে।
গত ২৮ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মিশনের ঠিক সামনে। এ বিষয়ে শনিবার রাতে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
গত সোমবার রাতে পরিবারের সাথে বারুইপুরের একটি রেস্তোরাঁ দিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজেদের গাড়িতেই বাড়িতে ফিরছিলেন নরেন্দ্রপুর থানার উখিলা লস্কর পাড়ার বাসিন্দা সাবিনা দেওয়ান। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মেন গেটের সামনে তাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে এইটি দোকানে তারা ঠান্ডা পানীয় কিনতে নামেন। সেই সময় ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জনা দশেক যুবক তাদেরকে দেখে কটূক্তি করে। প্রতিবাদ করতেই সাবিনাকে বেধড়ক মারধোর শুরু করে। তার শ্লীলতাহানি করে। সাবিনার বোন নাসরিন মণ্ডল ও তাদের দুই ভাই বাঁচাতে গেলে তাদেরকে ও বেধড়ক মারধোর করা হয়।
এরপর রাতে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা।
হামলাকারীদের মধ্যে তিনজনকে শনাক্ত করতে পেরেছেন আক্রান্ত ওই মহিলা শাবানা দেওয়ান। ওই অভিযুক্ত তিন ব্যক্তির নাম, পল্টু শিকারি, মোহন গাজী ও সেজো শেখ।
মারধোরের পাশাপাশি সোনার গহনা ও ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।
ঘটনার পর শাবানা দেওয়ান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সুভাষগ্রাম ব্লক প্রাথমিক হাসপাতাল ও পরে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে গত ২৯ তারিখ নরেন্দ্রপুর থানার লিখিত অভিযোগ জানাতে এলেও পুলিশি সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ তুলেছেন আক্রন্তরা। তদন্তের জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগ ও উঠেছে। অবশেষে শনিবার রাতে এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শাবানা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হলেও এখনও কাউকে এই ঘটনায় আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

পার্কিং নিয়ে বিবাদের ঘটনায় দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বৈঠক, উপস্থিত পুলিশ কমিশনার

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে দিল্লির তিস হাজারি আদালতে আইনজীবী-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় রবিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আদালতের বিচারকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে দিল্লির পুলিশ কমিশনারকেও উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানতে চাইবেন বিচারপতিরা। শনিবার বিকেলে আদালত চত্বরে পুলিশ-আইনজীবী সংঘর্ষের ঘটনার পর হাইকোর্টের বিচারপতি জি এস সিস্তানী, বিচারপতি মুরলীধর এবং বিচারপতি বিপিন সাংভি ঘটনাস্থলে আসেন। এরপর তাঁরা জখম আইনজীবীদের দেখতে সেন্ট স্টেফেন্স হাসপাতালে যান। জানা গিয়েছে, এই ঘটনার প্রতিবাদে আইনজীবীরা নিজেদের তালাবন্ধ করে আদালতের ঘরে আটকে রেখেছে। পাশাপাশি পুলিশের এই কাজের প্রতিবাদে সোমবার কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। শনিবার বিকেল নাগাদ তিস হাজারি কোর্টের বাইরের চত্বরে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে পুলিশ ও আইনজীবীদের মধ্যে। পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি ছোঁড়ার অভিযোগও ওঠে। জানা গিয়েছে, এক আইনজীবী গাড়ি পার্কিং নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে ঘটনার শুরু হয়। এরপর পুলিশ আদালত চত্বর থেকে ওই আইনজীবীকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যেতে গেলে তাঁকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুরা।
অভিযোগ, আইনজীবীদের আটকাতে গুলি ছোঁড়ে পুলিশ। আর তাতে আহত হন এক আইনজীবী। তাঁকে সেন্ট স্টেফেন্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের তরফে এই গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে আদালত চত্বরে থাকা একটি পুলিশের গাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন লাগার জেরে দিল্লির দূষিত পরিবেশের মধ্যেই আকাশে ওঠে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী। ফলে পরিবেশেরও ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি উঠেছে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন সারেগামাপা খ্যাত শিল্পী সহ চার

কোচবিহার, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার রাতের কোচবিহারে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন সারেগামাপা খ্যাত শিল্পী দীপায়ন সরকার। দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী-সহ দু'জন। কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন ওই শিল্পী। তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
পুজোর পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছেন সারেগামাপা খ্যাত শিল্পী দীপায়ন সরকার। শনিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওইদিন রাতে কোচবিহার শহরের চালতাতলায় একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন দীপায়ন সরকার এবং তাঁর দল। ছিলেন তাঁর স্ত্রী-ও। শিলিগুড়ি থেকে একটি গাড়িতে চেপে রওনা হয়েছিলেন তাঁরা। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পুন্ডিবাড়ি থানার পাতলাখাওয়া এলাকায় পৌঁছন শিল্পী এবং তাঁর দলের লোকজন। সেই সময় অন্য একটি যাত্রীবাহী গাড়ি ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আচমকাই দু'টি গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। তাতেই শিল্পীর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায়। বেসামাল হয়ে গাড়িটি উলটে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়ি দু'টিই দ্রুত গতিতে ছুটছিল। একে অপরের সামনে চলে আসায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। শিল্পী দীপায়ন সরকারের গাড়িটি একেবারে উলটে যায়। তাই গাড়ির ভিতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর চোট পান।
এই দুর্ঘটনার পর রাতে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় পড়েছিলেন জখম শিল্পী দীপায়ন সরকার, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর দলের অন্যান্যরা। কিছুটা পরে স্থানীয়রাই শিল্পীকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি জখমদের কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে, দাবি শিবসেনার

মুম্বই, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের সরকার গড়ার জন্য পর্যাপ্ত বিধায়কদের সমর্থন রয়েছে শিবসেনা কাছে। রবিবার সঞ্জয় রাউথ জানিয়েছেন যে তাঁদের কাছে ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। এই সংখ্যাটা ১৭৫-ও ছাড়িয়ে যাবে আগামীদিনে।
শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্য যে বড় শরিক বিজেপি সঙ্গে দ্বন্দ্ব তা ফের স্পষ্ট করে দিয়ে সঞ্জয় রাউথ জানিয়েছেন, সরকার গঠন করা নিয়ে এখনও কোনও কথা বিজেপির সঙ্গে হয়নি। আগামীদিনে যদি আলোচনা হয় তবে তা শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্যই আলোচনা হবে। সমঝোতা না হলে শিবসেনা নিজেদের ক্ষমতা দেখাবে। মুখ্যমন্ত্রীর পদে শিবসেনার কোনও নেতা বসুক সেটাই চাইছে মহারাষ্ট্রবাসী। মিথ্যাবাদীদের উচিত চুপ করে বাড়িতে বসে থাকা।
উল্লেখ করা যেতে পারে বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির সঙ্গে জোট করে লড়েছে শিবসেনা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ আড়াই বছরের জন্য ভাগ করে নেওয়া নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয় বিজেপি এবং শিবসেনার মধ্যে। ফলে দুই দলের সম্পর্কে অবনতি হতে থাকে। রাজনৈতিক মহলের মতে এনসিপি এবং কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গড়তে পারে শিবসেনা। ৮ নভেম্বর বর্তমান মহারাষ্ট্র সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ১০৫টি আসন, শিবসেনা দখলে যায় ৫৬টি আসন।

রবিবার সকালেও রবীন্দ্র সরোবরে চলল অবাধে ছট পুজো, পুলিশের সামনেই বিধিভঙ্গের অভিযোগ

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শনিবারের পর রবিবার সকালেও রবীন্দ্র সরোবরে অবাধে চলল ছট পুজো। পরিবেশ কর্মীদের অভিযোগ, শনিবার বিকেলে ছট পুজো চলাকালীন বাইরে পুলিশি প্রহরা ছিল। কিন্তু রবিবার সকালে একেবারে সরোবরের ভিতরেই ছিল পুলিশ। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। পুণ্যার্থীদের কার্যকলাপে বর্তমানে যাচ্ছে তাই অবস্থা সরোবরের। জলের মধ্যে ভাসছে তেল, ঘিয়ের আস্তরণ। যেখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে পুজোর ফুল। শব্দবাজি এবং ডিজের দাপটে পাখিদের যেমন সমস্যা হচ্ছে তেমনই সরোবরের জলদূষণ হওয়াও মাছেদের মৃত্যুর আশঙ্কা এড়ানো যাচ্ছে না।
শনিবারের পর রবিবার সকালেও পুলিশের ভূমিকায় কোনও বদল মেলেনি। পরিবর্তে এদিন ভোরে ছট পুজোর সময় সরোবরের ভিতরেই ছিলেন পুলিশকর্মীরা। ক্ষুব্ধ পরিবেশ কর্মীদের দাবি, সরোবরে ছট পুজো করা যাবে না, এই নোটিস আদতে একেবারেই লোক দেখানো। গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশ একেবারে ইচ্ছা করেই মানা হয়নি। আবারও কবে পুরনো চেহারা ফিরে পাবে সরোবর, আপাতত সেই অপেক্ষায় বিরক্ত পরিবেশপ্রেমীরা। গত বছরেও রবীন্দ্র সরোবরে অবাধে চলেছিল ছট পুজো। বাধা হয়নি কেউই। চলতি বছর তাই গ্রিন ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরিবেশ কর্মীরা। রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো করা যাবে না বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছিল আদালত।
সেই অনুযায়ী কলকাতা পুরসভার তরফে নোটিসও জারি করা হয়েছিল। তবে তাতেও লাভ হয়নি কিছুই। পরিবর্তে পরপর দু'দিন অবাধে দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত সরোবরে চলল ছট পুজো। উল্লেখ্য, শনিবার সকাল থেকেই সরোবরে চলে বহিরাগতদের তাণ্ডব। মাদার ডেয়ারি এবং তিন নম্বর গেটে তালা ভেঙে দেওয়া হয়। বিকালেও জোর করে সরোবরের ভিতরে ঢুকে পড়েন পুণ্যার্থীরা। রীতিমতো মই নিয়ে সরোবরে নেমে পড়েন প্রত্যেকে। অবাধে চলে ছট পুজো। শব্দবাজি ফাটানোও যেমন হয়, তেমনই আবার ডিজে বাজিয়ে চলে নাচ। পরিবেশ কর্মীদের অভিযোগ, গ্রিন ট্রাইবুনালের রায়কে একেবারেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।
কলকাতা পুলিশের তরফে পুণ্যার্থীদের আটকানোর কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। আরও বেশি সংখ্যক পুলিশকর্মী সরোবরের চতুর্দিকে মোতায়েন করা প্রয়োজন ছিল।

জোট গড়া নিয়ে শিবসেনার সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি, দাবি এনসিপির

মুম্বই, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : শিবসেনার সঙ্গে জোট নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন এনসিপি মুখপাত্র নবাব মালিক। রবিবার তিনি জানিয়েছেন, সম্মানের সঙ্গে নাকি অপনাম সহ্য করে রাজনীতি করা সেই সিদ্ধান্ত শিবসেনাকেই নিতে হবে।
এদিন নবাব মালিক জানিয়েছন, এখনও পর্যন্ত জোট নিয়ে শিবসেনার সঙ্গে এনসিপির কোনও কথা হয়নি। জোট নিয়ে কথা বলতে হলে সেই উদ্যোগ শিবসেনাকেই নিতে হবে। এখন পর্যন্ত বিরোধীদের মতোই আচরণ করছে শিবসেনা। কিন্তু শিবসেনা নিজেদের রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন করলে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হতে পারে।

ছয়ের পাতায়

ছট পুজো চলাকালীন মন্দিরের পাঁচিল ভেঙে দুর্ঘটনা, মৃত দুই মহিলা

সমস্তিপুর, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সকালে সমস্তিপুর হাসানপুরের বড়গ্রামে মন্দিরের পাঁচিল ভেঙে বহু পুণ্যার্থী জলে আটকে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুজন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে এদিন সকালে। ছট পূজা চলাকালীন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত দুজন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি ঘাটে ছট পূজা চলাকালীন পাশের কালী মন্দিরের প্রাচীর হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে। সে সময় কমপক্ষে ১২ জন পুণ্যার্থী ঘাটে পুজো দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে মন্দিরের পাঁচিল ভেঙে গেলে তারা সকলে জলের মধ্যে ডুবে যায় বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য শুরু হয়। আতঙ্কে লোকজন ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বিশেষ উদ্ধার দল নামিয়ে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত দুজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

একে অপরকে টেক্কা দিতে নানা রকম ভাবনা চন্দননগরে

হুগলী, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : চন্দননগর মানেই আলোর শহর। চন্দননগর মানেই ভুবন ভোলানো জগদ্ধাত্রী মায়ের মুখ। চন্দননগর মানেই নানা ভাবনার মন্ডপ, তাই সকাল থেকে শুরু করে সারা রাত এখন ব্যাস্ত ঐতিহাসিক এই ফরাসডাঙ্গা। পুজোর দিকে যদি নজর দিই,
চন্দননগর শহরের প্রাণ কেন্দ্র বড়বাজারে এলে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটি কোনো মন্ডপ না পুরোনো কলকাতার একটা অংশ। মন্ডপের সামনে একগাদা জামা ঝোলানো সামনে সাইকেল সারানোর দোকান মন্ডপে ভাঙা সাটার লাগানো দোকান ঘরের মাথায় পাঁচ পুরুষ পুরোনো একটা সাইকেল। সামনে এগিয়ে মন্ডপে প্রবেশ করলে সেখানেও একগাদা দোকান, কি নেই সেখানে অমিতাভ, মিঠুনের ছবি দেওয়া সেই সেলুন, থেকে আরোও কত কি। কিন্তু এ কেমন থিম! না এটা কোনো পুরোনো পাড়ার দোকান নয়, উদ্যোক্তরা বলছেন "কুর্নিশ " সেই সব মানুষদের যারা রাত দিন শ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকেন আর সৃষ্টি করেন অন্য মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। শ্রমজীবী মানুষের নিত্য দিনের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্যেই সৃষ্টির আনন্দ ই বড়বাজারের এবারের পুজো থিম।
মানকুন্ডুর দৈবক পাড়ার এবারের থিম গজাবুড়ুর দেশে, কে গজাবুড়ু কেনই বা সে পুজো মন্ডপে! আসলে এই পাড়ারই কয়েকজন ট্রেকিংএ গিয়েছিলেন পুরুলিয়ায়। অযোদ্ধা পাহাড়ে ট্রেকিং তো অনেকবার হয়েছে এবার অন্য কোনো পাহাড় চাই তাই নতুন পাহাড় খুঁজতে গিয়ে গজাবুড়ুরর অবিষ্কার। গজাবুড়ু পাহাড় যে জেলায় সেই জেলার সবচেয়ে বড় সংস্কৃতি ছৌনাচ। সেই ছৌনাচের জন্য যে মুখোশ তা কি দিয়ে তৈরি হয়, তার প্রক্রিয়া কত রকমের মুখোশ এই নাচে ব্যবহার হয়, তা পড়ে থাকতে কতটা কষ্ট করতে হয় ছৌ শিল্পীদের তার নিখুঁত বর্ণনা ফুটিয়ে তুলেছেন এই বারোয়ারীর কয়েকজন যুবক। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মায়ের মুখ ও পরিবর্তন করে ফেলেছেন তারা।
চার মন্দির তলায় এবারের থিম স্বপ্ন জুড়ে শান্তি আসুক। মন্ডপের সামনেই এক যুবকের কথা রেকর্ডের মাধ্যমে গল্পের আকারে বলে দেওয়া হচ্ছে। থিমের যুগে বাঁশ কাঠ কাগজের সাথে বেত, পাটকাঠি দিয়ে তৈরি মন্ডপে নতুন কি! না তার জন্য ওই রেকর্ড শোনা খুব দরকারী। কারণ ওখানে গদাই এর গল্প বলা হচ্ছে। গদাই পাড়ার খবরের কাগজ বিক্রেতা। পাড়ার পুজোর থিম মেকার টাকা নিয়ে ডুবিয়েছেন উদ্যোক্তাদের। পুজোর মুখে সবার তাই মাথায় হাত। সেই সময়ই গদাইকে সাথে নিয়ে এক উদ্যোক্তা ক্লাবে হাজির। তার বক্তব্য এবার থিম তৈরি করবে গদাই। খবরের কাগজ বাঁশ কাঠ নিয়ে দিন রাত এক করে তৈরি হল মন্ডপ। কত মানুষ এলেন পুজো দেখতে সবাই প্রশংসা করলেন থিমের। পুজো শেষে একগাদা পুরষ্কার ও জিতল ক্লাব। কিন্তু সেরা থিমের পুরষ্কার প্রাপক থিম মেকারের ডাক পড়তেই বাঁধল সমস্যা। কারণ পুরষ্কার এর চেকে কার নাম লেখা হবে, সবাই বলল গদাই, কিন্তু গদাই কি,, তা তো কেউ জানেনা। আসলে গদাই এর মত এরকম নাম গোত্রহীম শিল্পীদের প্রতিভার যে মূল্য এখনও ব্রাত্য তার উদাহরণ ই এই পুজোর থিম।
গোন্দলপাড়া সাতঘাটে এবারের থিম রূপসীবাংলা। মপের সামনে বিশাল গরুর গাড়ী একই সাথে ভিতরে খর বেত সহ বাংলার শিল্পকর্মের অপূর্ব রূপ তুলে ধরা হয়েছে মন্ডপের আনাচে কানাচে।
আসছি আসছি করে জগদ্ধাত্রী বন্দনা র প্রায় মাঝামাঝি ফরাসডাঙার মানুষ, তার ওপর রবিবার ছুটির দিন ফলে লাখ লাখ মানুষের ভিড় যে হুগলীর তিন শহরে ছাপিয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।
তাই পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তা সদা ততপর ভিড় সামাল দিতে।

নিমেষের মধ্যে রবীন্দ্র সরোবর সাফাই কলকাতা পুরসভার

কলকাতা,৩ নভেম্বর (হি.স.):আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রবিবারও রবীন্দ্র সরোবরের জল দুষিত করে অবাধে চলে ছট পুজো ঊ তবে,দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষার্থে রবিবার নিমেষের মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রবীন্দ্র সরোবর পরিষ্কার করে কলকাতা পুরসভা ঊ
পুণ্যার্থীদের পুন্যের জেরে রবীন্দ্র সরোবরের জলের হল একেবারে বেহাল ঊ পুন্যের জেরে জলের মধ্যে ভাসতে থাকে তেল, ঘিয়ের আস্তরণ ঊ যেখানে-সেখানে পরে থাকতে দেখা যায় পুজোর ফুল ঊ আর তাই আজ রবিবার কলকাতা পুরসভার সলিড ওয়েড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তরফে সরোবর পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় ঊ সরোবরে নেমে নিমেশের মধ্যে ফুল, ঝুড়ি-সহ নানা কঠিন পদার্থ তুলে ফেলে দেওয়া হয় ঊ এছাড়াও ঝাঁট দিয়ে সরোবরের আশেপাশে পড়ে থাকা ফুল, প্লাস্টিক প্যাকেট ফেলে দেওয়া হয় পুরসভার তরফে ঊ

হাইলাকান্দি ডিএসএ-র বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-র বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ তুলেছেন হাইলাকান্দি ক্লাব স্টারের ক্রিকেট খেলোয়াড় তথা বিজেপি নেতা পৃথ্বীশ দাস। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাজকর্মে অসন্তোষ ব্যক্ত করে জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।
পৃথ্বীশ দাস বলেছেন, তিনি হাইলাকান্দি স্টার ক্লাবের একজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত রয়েছেন। কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থায় বর্তমানে কোনও শৃঙ্খলা নেই। দাস তাঁর অভিযোগনামায় উল্লেখ করে বলেছেন, হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালন সমিতির মেয়াদ ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অথচ গত এক বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিএসএ-তে কোনও সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়নি। উপরন্তু সাধারণ সভা আহ্বান না করার কোনও কারণও জানানো হয়নি। আর এভাবেই সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে হাইলাকান্দি ডিএসএ পরিচালিত হচ্ছে বলে দাসের অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ডিএসএ-র পুরাতন কমিটি নিজের ইচ্ছামতো কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। স্টার ক্লাবের এই খেলোয়াড় জেলাশাসকের কাছে তাঁর দায়েরকৃত অভিযোগে আরও বলেছেন, গত কয়েক বছর ধরে বাৎসরিক ক্রিকেট লিগ সম্পূর্ণ হয়নি। এমন-কি এ-বছর ফুটবল লিগও আরম্ভ হয়নি। আর এই গণ্ডগোল হচ্ছে কেবলমাত্র জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের গাফিলতির জন্য, অভিযোগ করেছেন পৃথ্বীশবাবু। সার্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার হাল ফেরানোর জন্য জেলাশাসককে অনুরোধ জানিয়ে এ-ব্যাপারে তাঁকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন দাস। হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার যাবতীয় রেকর্ড যাচাই করে এ-ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ডিএসএ-র নতুন কমিটি গঠনের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। বলেন, ঐতিহ্যমণ্ডিত হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিজেপি নেতা গৌতম রায়, আর কার্যনির্বাহী সভাপতি তাঁর পুত্র প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল রায়।
অন্যদিকে অভিযোগকারী পৃথ্বীশ দাস ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়া ছাড়াও তিনি আলগাপুর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর স্ত্রী বুল্টি দাস পাঁচগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্যও। এদিকে, ডিএসএ-র বিরুদ্ধে পৃথ্বীশ দাসের এই অভিযোগের ব্যাপারে হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শৈবাল সেনগুপ্তেরর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁদের এই অভিযোগের ব্যাপারে কিছু জানা নেই বলে জানান। তাছাড়া ডিএসএ-র কাজকর্ম নিয়ম মেনেই করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

বড়,মেজো, ছোটো মা বিরাজমান চন্দননগরে

হুগলী, ৩ নভেম্বর (হি স.) : বড়-মেজো আর ছোট! চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর তিন কালক্রমেও রয়েছে তিন মায়ের ইতিহাস। গঙ্গা বিহারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় যে চন্দননগরে এসে মা জগদ্ধাত্রীর আরাধনার শুভসূচনা করেন তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপর থেকে আজকের আধুনিক চন্দননগরে জগৎজননীর পুজোর জাঁকজমক বিশ্ববন্দিত। কিন্তু চন্দননগর থেকে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত এলাকাজুড়ে অবস্থিত তিন আদি মায়ের ইতিহাস আজও অনেকের অজানা। এই তিনটি পুজোই আলোর শহরে জগদ্ধাত্রীর শ্রেষ্ঠ পুজোর শিরোপা অর্জন করে। কথিত আছে দুর্গা মার কৈলাস যাত্রার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নৌকা বিহারে চন্দননগরে এসে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু করেন। আর সেটিই হলো চন্দননগরের চাউলপট্টির আদি মা। যা আজ অনেকের কাছের বড় মাপের। যেখানে লাইট-প্যান্ডেলের জাঁকজমক সেভাবে না থাকলেও এই চাউলপট্টির পুজোই চন্দননগরে সাবেকিআনার পুজোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আর দ্বিতীয়টি অবশ্যই চাউলপট্টির প্রায় পাশেই অবস্থিত কাপড় পট্টির পুজো। কথিত আছে চন্দননগর বারাসতের রাজা শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় চাউলপট্টির ভিড় দেখে পাশেই কাপড় ব্যাবসায়ীদের দেখে পুজোর সূচনা করেন। আড়াইশো বছরের প্রাচীন সেই কাপড়পট্টির মা-ই আজ চন্দননগরের বুকে মেজো মা হিসাবে পরিচিত। আর ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলার আদি মা হলেন ছোট মা। এই মায়ের প্রতিষ্ঠাও দুই শতাধিক বছর আগে। কথিত আছে বংশপরম্পরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আস্তাবলের দায়িত্বে থাকা দাবারাম সুরের বিধবা দুই কন্যা বাবার গুরু অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছামত জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু করেন। সেই থেকে আজও এই পুজো হয়ে আসছে। এই তিনটি পুজোই প্রায় একই নিয়মে পালিত হয়। অর্থাৎ তিন জায়গাতেই পুজো সহ আনুষঙ্গিক যোগার যান্তি করেন পুরুষরা। এই কাজে এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। তবে কালের নিয়মে মেজ মায়ের কাছে ছাগ বলি নিষিদ্ধ হলেও বড় এবং ছোট মায়ের কাছে কিন্তু তা আজও বর্তমান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সকাল-সন্ধ্যায় চিজ টোস্ট

সকালটা আমাদের দারুণ ব্যস্ততায় কাটে। সবার জন্য নাস্তা তৈরিতে বেশ খানিকটা সময় প্রয়োজন হয়। আবার সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যায়ও চাই হালকা কোনো খাবার। প্রতিদিন একই ধরনের আইটেম পছন্দ করেন না অনেকেই। তাই পরিবারের সবার খাবারের বাদ বদলে দিতে খুব দ্রুত তৈরি করতে পারেন এমনই পুষ্টিকর ও মজার নাস্তার রেসিপি আজ আপনাদের জন্য ঃ

চিজ টোস্ট

উপকরণ ঃ পাউরুটি ৮ টুকরো, লাল, হলুদ, সবুজ ক্যাপসিকাম কুচি ১ কাপ, টমেটো কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, চিজ (পনির) গ্রেট আধা কাপ, শুকনা মরিচ টেলে গুঁড়ো করা পছন্দ মতো।

যেভাবে করবেন ঃ ছোট কিউব করে ক্যাপসিকাম ও পেঁয়াজ কেটে নিন। পাউরুটির ওপরে সবজি ও পেঁয়াজ দিয়ে চিজ দিন। এবার ওভেনে দিয়ে চিজ গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মরিচ গুঁড়া ও পছন্দের সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বাচ্চাদের টিফিনে এই টোস্ট দিতে চাইলে মুরগির বুকের মাংস, গাজর, বেবিকর্ন যোগ করতে পারেন।

ভেজিটেবল লোফ

উপকরণ ঃ মাখল ২ টেবিল চামচ, গাজর কুচি ১ কাপ, স্কোয়াশ কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, ময়দা আধা কাপ, মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, আধা চা চামচ মৌরি, ধনিয়া পাতা কুচি ১ চা চামচ, আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, ডিম ৬টি, আধা কাপ নারকেল দুধ, আধা চা চামচ বেকিং পাউডার, লবণ স্বাদ মতো। ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ১০ মিনিট ওভেন প্রিহিট করুন।

প্রণালী ঃ মাখন একটি পাত্রে নিয়ে হালকা তাপে গরম করে নিন। এবার গাজর, পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নিন। সবজিতে মৌরি, লবণ এবং মরিচ নামিয়ে ঠাণ্ডা করুন। একটি পাত্রে ডিম এবং নারকেল দুধ বিট করে ময়দা ও বেকিং পাউডার মেশান। ময়দার মিশ্রণে সবজি দিয়ে মিশিয়ে নিন। পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে ৪৫ মিনিট বেক করুন। ওভেন থেকে বের করে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। পিস করে সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

ফুলকপি, ব্রকলি, টমেটো, পেঁয়াজ, কলি, ক্যাপসিকাম পছন্দমতো যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যায়ামে করলে দীর্ঘজীবন

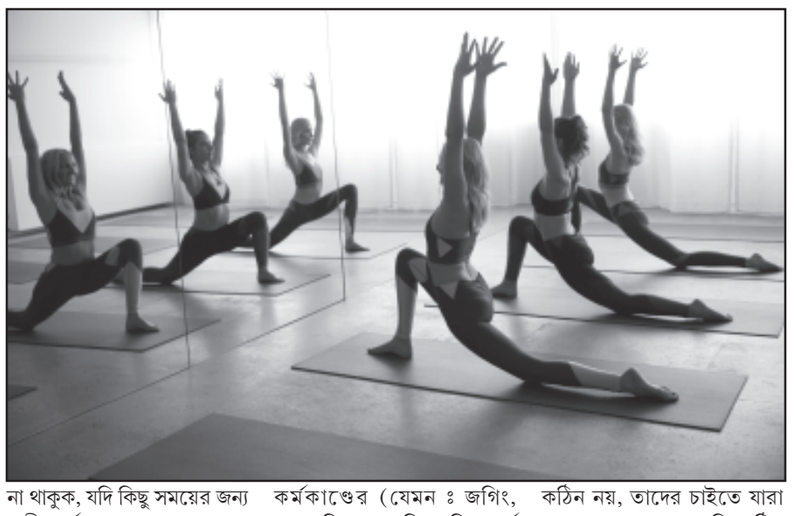

অনেকদিন ধরেই ব্যায়াম শুরু করবেন বলে ভাবছেন? অথবা প্রতিদিনই ভাবছেন আগামীকাল 'মর্নিং ওয়াক'য়ে যাবেন। তাহলে আর দেরি নয়, আজ থেকে শরীরচর্চায় শুরু করুণ। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে অল্প পরিমাণে হলেও বলিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের উপর করা অস্ট্রেলিয়ার এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেচে শারীরিক কর্মকাণ্ডের কারণে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা এবং ঘাম তৈরি হয় যা সময়ের আগে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের জেমসবুক ইুনিভার্সিটির প্রধান গবেষক ক্লাউস গিবেল বলেন, "শারীরিক কর্মকাণ্ড যে কোনো বয়সের নারী ও পুরুষের জন্য সুফল বয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রাযোজ্য এবং এককভাবে পুরো সময় জুড়ে কর্মক্ষম রাখে। তিনি আরও বলেন, "গবেষণার ফলাফলে দেখা গেচে, আপনি মোটা হন বা না হন এবং আপনার হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস থাকুক বা না থাকুক, যদি কিছু সময়ের জন্য শরীরচর্চা করা যায় তবে দীর্ঘজীবন পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য সুফল ঘষে আনতে পারে। জরিপ চালানোর জন্য গবেষকরা ছয় বছর ধরে ২ লাখ ৪ হাজার ৫১২ জনকে অনুসরণ করেন। আর সীমিত শারীরিক কর্মকাণ্ডে (যেমন ঃ হালকা পাতলা সাঁতার, হালকা টেনিস খেলা বা গৃহস্থালী কাজ) জড়িতদের সঙ্গে বলিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের (যেমন ঃ জগিং, অ্যাবেবিক্স বা প্রতিযোগিতাপূর্ণ টেনিস খেলা) সঙ্গে জড়িতদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন। যাদের কর্মকাণ্ড খুব বেশি খাটনিকর নয় এবং যারা শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি মাত্রায় কঠিন কর্মকাণ্ডে জড়িত -এরকমভাবে অংশগ্রহকারীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে গবেষণা চালানো হয়। দেখা গেছে যাদের কর্মকাণ্ড বেশি কঠিন নয়, তাদের চাইতে যারা শতকরা ৩০ ভাগ বেশি কঠিন কর্মকাণ্ড করেন তাদের মৃত্যুর হার শতকরা নয় ভাগ কম। আর সেই সময়ের মধ্যে যাদের শরীরচর্চার রুটিন শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি কঠিন ছিল তাদের মৃত্যুর হার ১৩ শতাংশ কমেছে। জেএএমএ ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিন জার্নাবে এই গবেষণা প্রকাশিত হয়।

ডেকোরেটিভ বিস্কুট

শিশুদের পাশাপাশি বড়দের জন্যেও ঘরে তৈরি করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

উপকরণ ঃ ময়দা ১৮০ গ্রাম কর্নফ্লাওয়ার ২০ গ্রাম। মাখন ১০০ গ্রাম। আইসিং সুগার ৫০ গ্রাম। ডিম ১,২টি। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ । সুগার স্প্রিঙ্কেল সাজানোর জন্য (বাজডারে পাবেন)। চকলেট চিপস সাজানোর জন্য (বাজারে পাবেন)।

পদ্ধতি ঃ বাটার ও আইসিং সুগার বিটার মেশিন দিয়ে বিট করুন। ক্রিমের মতো হলে ডিম মিশিয়ে ভ্যানিলা এসেন্স যোগ করুন। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে দিন।

খুব বেশি সময় নিয়ে মাখানো যাবে না। মিশ্রণটা একটা পরিষ্কার পলিথিনে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন ৩০ মিনিট। বেইকিং ট্রেতে মাখন

লাগিয়ে তার উপরে বেইকিং পেপার বিছিয়ে দিন। ফ্রিজ থেকে মিশ্রণ বের করে, ময়দা দিয়ে বেলে নিন। বিভিন্ন নকশা কাটার (বাজারে পাবেন) দিয়ে বিস্কুট কেটে, বেইকিং ট্রেতে বসিয়ে দিন যে কয়টা আঁটে। বিস্কুটের উপরে হালকা করে ডিম রাশ করে, সুগার স্প্রিঙ্কেল বা চকলেট চিপস ছড়িয়ে দিন। ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেইক করুন। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন। বেইকিংয়ের পরে, চাইলে গলানো চকলেটে বিস্কুট গড়িয়ে নিয়ে ডেকোরেশন করতে পারেন।

মা এবং সন্তানকে শরীর সুস্থ থকারা পরামর্শ

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, * ১০০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, * ১০০ শতাংশ টীকাকরণ, * প্রাক্প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পরীক্ষা, * সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রকোপ হ্রাস, * কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে মূলত টীকাকরণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির উপর সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

টীকাকরণ কর্মসূচি ঃ জাতীয় টীকাকরণ কর্মসূচির অধীনে সমস্ত শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের টীকাকরণ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ টীকাকরণের (০-১১ মাস) হার ৮৮ শতাংশ।আমাদের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ টীকাকরণ সুনিশ্চিত করা।

প্রাক্ প্রসব পরীক্ষা ঃ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রাক্প্রসব পরীক্ষা। যেমন গর্ভবতী মায়ের ওজন পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিন, ইউরিন, অ্যালবুমিন ও সুগার টেস্ট, রক্তচাপ ও অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের দু'বার টিটেনাস টক্সায়েড বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত রক্তাল্পতা দুর করাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোকে ১০০ টি আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ঃ প্রসূতি মা ও নবজাত শিশুর মৃত্যুর হার কমানো এবং নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসবের হার ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮৯ শতাংশ।

মায়ের ঘর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দূরতম এলাকাগুলোতে বসবাসকারী গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদে সন্তান প্রসবের সুবিধার্থে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের দিকে আগ্রহী করে তুলতেই এই উদ্যোগ। প্রসবের নির্দিষ্ট দিনের দু'তিন দিন আগেই গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে এনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সঙ্গে একজন আত্মীয় বা সহযোগীও থাকতে পারেন। তাদের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব সরকার বহন করে। গণ্ডাছড়া, ছামনু , করবুক ও কাঞ্চনপুর এই ৪টি হাসপাতালে মায়ের ঘর রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আনন্দবাজার, দশদা, মানিকপুর, মনুবংকুল, শিলাছড়ি ও সাব্রুমে ৬টি মায়ের ঘর চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জননী সুরক্ষা যোজনা ঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করলে এই কর্মসূচির অধীনে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি পরিবারভুক্ত মহিলা এবং সাধারণ শ্রেণির ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী যে কোনও মহিলা যথাক্রমে ৬০০ টাকা (শহরাঞ্চলে) এবং ৭০০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে) পান। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মহিলা বাড়িতে প্রসব করলে ৫০০ টাকা পান। ২০১৫-১৬ সালে ১৬৮৬৩ মহিলা এর সুবিধা লাভ করেছেন।

জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম ঃ এই প্রকল্পে রয়েছে বিনামূল্যে সমস্ত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা, ঔষধপত্র এবং প্রসবের ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা সহ রুগ্ন ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতকের এক বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা। গর্ভবতী মায়ের প্রসবের ক্ষেত্রে ওষুধপত্র সহ চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার কর্তৃক বহন করা হয়। হাসপাতালে থাকাকালে রোগনির্ণয় সম্পর্কিত সমস্ত রকম পরীক্ষা করা হয়। এই পরিষেবার সুযোগ রাজ্যের সমস্ত অংশের গর্ভবতী মা এবং রুগ্ন ও উচ্চঝুঁকিপূর্ণ নবজাতক পাবেন। প্রসব পরবর্তী মায়ের যত্ন ও পরিষেবা ঃ প্রসবের পর মাকে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম পরীক্ষা, সপ্তম দিন দ্বিতীয় পরীক্ষা এবং ছয় সপ্তাহ পর তৃতীয় পরীক্ষা করানোর বন্দোবস্ত বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রয়েছে।

জন্মের পর নবজাতকের স্বাস্থ্যের যত্ন (হোম বেসড নিউ নেটাল কেয়ার) ঃ নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য আশাকর্মীরা জন্মের পর ১ম (বাড়িতে হলে) তৃতীয়, সপ্তম, চোদ্দোতম, একুশতম, এবং বিয়াল্লিশতম দিনে বাড়িতে গিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করে এবং রুগ্ন হলে প্রয়োজনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশুকে প্রেরণ করে।

সাপ্তাহিক আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ ঃ শিশুদের সুস্থ ও সবল রাখতে আয়রনের (লোহার) মাত্রা সঠিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হয়। প্রতি সোমবার শিশুদের একটি করে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। সরকারি স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে আয়রন (আই এফ এ) ট্যাবলেট প্রতি সপ্তাহে প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২,৫৭,৩২০ বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ কিশোরীদের ১,৩৩,৮০,৭৪৪ আই এফ এ ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দফতরকে যুক্ত করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ঃ এই কর্মসূচির অধীনে সন্তান উৎপাদনের সক্ষম পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই অস্থায়ী এবং স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ২৭৩৭ জন মহিলাকে বিনামূল্যে স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ এবং ২৭ জন পুরুষের নির্বীজকরণ করানো হয়েছে।

হৃগর্ভবতী মা ও শিশুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার প্রক্রিয়া (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ট্রেকিং সিস্টেম) ঃ মা এবং শিশুর মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনফরমেটিক সেন্টারের সঙ্গে কারিগরী সহায়তায় জাতীয় মিশনের অধীনে মা ও শিশুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার পদ্ধতি বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের চিহ্নিত করার ফলে তাদের প্রাক্ প্রসব পরীক্ষা, হাসপাতালে প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী পরীক্ষা সুনিশ্চিত করা যায়। একইভাবে শিশুদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে তাদের সঠিক সময়ে টীকাকরণ সুনিশ্চিত করা যায়। এম পি ডব্লুওদের কাজের ভার কমাতে তাদের কাজকে সরলীকরণ করতে এবং কাজের মান উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুসংহত আর পি এইচ রেজিস্টার (গ্রাম পঞ্চায়েত/এ ডি সি/ ওয়ার্ড অনুসারে) তৈরি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেকটি হাসপাতালে ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে বিষক্রিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরামর্শ

আমরা যেসব খাবার গ্রহণ করি তার মধ্যে নানারকম ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া থাকে যা পেটে গিয়ে সংক্রমণ হয়ে পেট ব্যথা ও বমি হতে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়ি। যে কি করব। কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান অবশ্য আমাদের ঘরেই মজুত থাকে। পেটের ব্যথা ও সংক্রমণ কমানোর কয়েকটি ঘরোয়া সমাধান এখানে বাতলে দেওয়া হল—

জিরে ঃ খাবারের বিষক্রিয়ার ফলে তৈরি অস্বস্তি ও প্রদাহ থেকে আরাম দিতে সাহায্য করে জিরে। এই সময় মাঝে মাঝে জিরে মুখে রেখে চিবানো যেতে পারে অথবা জিরে ভেজানো জল করে সেটা ছেঁকে খেতে পারেন। অথবা এক কাপ জলে এক টেবিল চামচ জিরে নিয়ে ফোটান। চাইলে এতে এক চামচ,ধনের রস ও সামান্য নুন মেশাতে পারেন। সমস্যা কমাতে দিনে দুইবার করে চায়ের মতো পান করুন।

মধু ঃ ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস দূর করতে মধুর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। মধু একদিকে যেমন হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে, তেমনি অন্যান্য বিষক্রিয়া থেকে তৈরি সমস্যার সমাধানের খুব কার্যকর।

প্রত্যহ সকালে এক টেবিলচামচ মধু খান। এটি শরীরের অত্যধিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করে যা পেটের সমস্যা, বদহজম, পেটফাঁপার সমস্যা দূর করে।

কলা ঃ ডায়েরিয়া ও ক্রমাগত বমি হতে থাকলে শরীরের পটাশিয়াম লেভেল নিচে নেমে যায়। যার মাত্রা ঠিক রাখতে কলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি কলা শরীরের দ্রুত এনার্জিও জোগায়। চাইলে দুটি কলা চটকে জল ও দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।

দই ও মেথি বীজ ঃ দইতে রয়েছে প্রো বায়োটিক উপাদান, যা অন্ত্রের খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দূর করে। মেথির বীজ পেটের অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। দইয়ের ভালো ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর এক টেবিল চামচ মেথির বীজ নরম না হওয়া পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখুন। এরপর এক টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিন কিছুক্ষণ পর পর কয়েকবার খেতে থাকুন। পেটের অস্বস্তি কমবে।

কমলালেবুর রস ঃ কমলালেবুর রসে খনিজ উপাদান, ভিটামিন সহ নানা অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা শরীরের রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার সমস্যা কমাতে এই ফলটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছয়টি কমলালেবু ব্লেন্ডারে রস করে তার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ কর্নস্টার্চ সিরাপ মেশান। দিনে কয়েকবার অল্প অল্প করে এই জুস পান করুন। পেটের অস্বস্তি কাটবে। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সমস্যা সমাধান হবে।

রবিবার আগরতলায় বাংলাদেশের উপর আয়োজিত অনুষ্ঠান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

দুর্গাপুরে মিনিবাসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের, ভাঙচুর চালানো হল বাসে

দুর্গাপুর,৩ অক্টোবর(হি.স.): ছটঘাটে পুজো সেরে টিফিন আনতে গিয়ে মিনিবাসের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের। রবিবার সাতসকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজার। ক্ষিপ্ত জনতার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মিনিবাসে ভাঙচুর চালায়। বেপরোয়া মিনিবাসের প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়ে মৃতের পরিবার। বাস ভাঙচুরের প্রতিবাদে শহরজুড়ে পরিষেবা বন্ধ রেখেছে মিনিবাস কর্মচারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল র‌্যাফ, কমব্যাট ফোর্স।

উল্লেখ্য, রবিবার ছিল ছট পরবের প্রভাতি পূজা। শনিবার থেকে গোটা শিল্পশহর ছটের আনন্দে মাতোয়ারা। আনন্দের মাঝে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিল্পশহরের অন্যতম বাজার বেনাচিতি। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সঞ্জয় গুপ্তা(২৫)। বেনাচিতির শালবাগানের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন ছটঘাটে পুজো সেরে মোটর বাইক করে সঞ্জয় বাড়ির লোকের জন্য খাবার আনতে যাচ্ছিল। ওই সময় বেনাচিতি গুরুদুয়ারা মোড়ে প্রান্তিকা রুটের একটি বেপরোয়া মিনিবাস তাকে ধাক্কা মারে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিটিসেন্টারের একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

প্রসঙ্গত, শহরের পুরোনো ও ব্যস্ততম বাজার বেনাচিতি। বাজারের মধ্যে দিয়েই নাচন রোড। রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার ফলে প্রায়শই যানজট লেগে থাকে। অভিযোগ, তারমধ্যে মিনিবাসগুলি বেপরওয়া গতিতে যাতায়াত করে। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে ঘটনার পরই এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এবং নাচন রোড অবরোধ করে। এমনকি মৃতের পরিবার রাস্তার ওপর বসে পড়ে। অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সড়ক। বেলা গড়াতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ক্ষিপ্ত জনতা পার্শবর্তী বাসস্ট্যান্ডে দফায় দফায় মিনিবাসে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। মিনিবাস সংগঠনের পক্ষে কাজল দে জানান,' প্রায় ২৭ টি বাস ভাঙচুর করেছে। তার ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। মিনিবাস ও কর্মীদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ থাকবে।' বাস বন্ধের ফলে শহরে যাত্রী পরিষেবা একপ্রকার অচল হয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ''দুপক্ষকে নিয়ে আলোচনা চলছে।''

মধ্যপ্রদেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ অজয় কুমার মিত্তাল, শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল

ভোপাল, ৩ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন অজয় কুমার মিত্তাল ঊ রবিবার রাজভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডন হাইকোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ, রাজ্যসভার সদস্য এবং হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী বিবেক টানখা সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী । বিচারপতি মিত্তাল এর আগে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ২৪তম প্রধান বিচারপতি এস কে শেঠ গত ৯ জুন অবসর নিয়েছিলেন ঊ তখন থেকে এই পদটি শূন্য ছিল। বিচারপতি শেঠ অবসর নেওয়ার পরে হাইকোর্টের সিনিয়র জজ বিচারপতি আরএস ঝা-কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি করা হয়। ৭ অক্টোবর তাঁকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয়। এর পরে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের সিনিয়র বিচারক সঞ্জয় যাদব এই রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন। বিচারপতি অজয় কুমার মিত্তাল শনিবার রাতে ভোপালে এসেছেন। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি জাবালপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সোমবার সকালে জবলপুরের হাইকোর্ট চত্বরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ গঠনের প্রাক্কালে ৫০ লক্ষ টাকার লেনদেন, ভাইরাল অডিও, তোলপাড় রাজনৈতিক মহল

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ৭ নভেম্বর করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের বোর্ড গঠন। এজন্য ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন জেলাশাসক। এদিন তাঁর কর্যালয়ের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে পরিষদের সভাধিপতি এবং উপ-সভাধিপতি নির্বাচন করা হবে। কিন্তু বোর্ড গঠনের প্রাকমুহূর্তে সোশাল মিডিয়ায় এক অডিও ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র জেলাজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। মাত্র ৭২ ঘণ্টা আগে ওই অডিওয় তদানীন্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের সঙ্গে ৫০ লক্ষ টাকার লেনদেন সংক্রান্ত এক বার্তালাপ শোনা যাচ্ছে।

কংগ্রেস এবং বিজেপি, উভয় দলই জেলা পরিষদ দখলের জন্য যে যার মতও করে দাবার ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময় সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল কথোপকথন নিয়ে জেলা জুড়ে আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কল রেকর্ডিংয়ের বিষয় নিয়ে সত্যাসত্য যদিও পরিষ্কার নয়, তবে এটা প্রকাশ্যে আসায় অন্তত এটা মনে করা হচ্ছে যে, জেলা পরিষদ দখলে ঘোড়া কেনা-বেচার প্রক্রিয়া জোর কদমে চলছে। ওই বার্তালাপে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ ফোনের ওপর প্রান্তের কাউকে বলছেন, জেলা পরিষদ গঠনের সময় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লেনদেনের কথা। নিলামবাজার জেলা পরিষদ সদস্যা আফরুজ বেগমকে সভানেত্রীর চেয়ারে বসানোর জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ডিল হয়েছে এবং টসে জেতার পর ডিলের টাকা চেয়ে বসেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। ভাইরাল হওয়া অডিওয় এই কথাটাই সিদ্দেকের কণ্ঠস্বরে শোনা যাচ্ছে।

পরবর্তীতে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী কংগ্রেস নেতা দাইয়ান হুসেন সিদ্দেক আহমদের কাছে সেই টাকা চেয়ে ফোন করতেই প্রাক্তন মন্ত্রী নাকি দাইয়ানকে খুব বকাবকি করেন। এই অডিও সম্পর্কে সত্যতা জানতে হিন্দুস্থান সমাচার-এর পক্ষ থেকে ফোন করা হয় দাইয়ান হুসেনকে। দাইয়ান লেনদেনের কথা অস্বীকার করে বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী হয়তো-বা কোনও রাজনৈতিক চাপে এমন মন্তব্য করেছেন। এটা বিজেপি-র একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। বিরোধীরা কংগ্রেসে ফাটল ধরাতে চাইছে যাতে দলের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আর এই সুযোগে বিজেপি খুব সহজে বোর্ড গঠন করতে পারে। কুড়ি আসন বিশিষ্ট করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাপতি পদে কংগ্রেসের প্রথম পছন্দ আফরুজ পারভিন ছিলেন যিনি আগেও টসে জিতেছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে এখন নতুন করে বোর্ড গঠন করার নির্দেশ রয়েছে। সে অনুযায়ী ৭ নভেম্বর বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সাব্যস্ত হবে জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ, বলেন, দাইয়ান হুসেন।

করিমগঞ্জের বিজেপি সাংসদ কৃপানাথ মালাহ তাঁর বাল্যবন্ধু আশিস নাথ (কংগ্রেস-ছুট)-কে সভাধিপতির চেয়ারে বসাতে ইতিমধ্যে তৎপড়তা শুরু করে দিয়েছেন। তবে বিজেপির একটি লবি আশিস নিয়ে একটু নারাজ। তাই সভাধিপতি পদে নতুন কারও নাম সামনে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস চাইছে আফরুজকে বাদ দিয়ে আসিমগঞ্জ জেলা পরিষদ আসনের সদস্যা আইনজীবী মমতাজ বেগমকে সভানেত্রী করতে। এক্ষেত্রে এখন কিংমেকারের ভূমিকা নিচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ। সিদ্দেক আহমেদই প্রথম আফরুজকে সভানেত্রী হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এখন তাঁর পছন্দের প্রার্থী মমতাজ বেগম। রাজনৈতিক দলীয় সংঘাত না হলে হয়ত আনিপুর আসনের সদস্য হেলাল আহমদ খানও হতে পারতেন সভাধিপতি। অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের স্পষ্ট কথা, সভাধিপতি নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শংকর মালাকার উপ-সভাপতি পদে আসিন থাকাটাই কমলাক্ষের মূল কথা।

এদিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচনের আগের দিন, ৬ নভেম্বর করিমগঞ্জ আসছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা নেডা-র চেয়ারম্যান হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আসছেন সরকারি অনুষ্ঠানে। কিন্তু তাঁর আগমনের বার্তায় বেশ চিন্তায় রয়েছে জেলা কংগ্রেস মহল। প্রসঙ্গত, ২০ আসনের করিমগঞ্জ জেলা পরিষদে বিজেপি-র শক্তি ছয়।

বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসি সদস্য আশিস নাথ দল ছেড়ে বিজেপির ঘনিষ্ঠ হওয়ায় গেরুয়া দলের শক্তি বেড়ে দাঁড়ায় সাত, এমতাবস্থায় জেলা পরিষদ দখল করতে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক ফিগারের জন্য বিজেপির আরও পাঁচ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। অন্যদিকে কংগ্রেস দশ সদস্য নিয়ে শক্ত অবস্থানে থাকলেও, দলীয় অন্তর্কোন্দলে জেরবার কংগ্রেস সময়মতো শক্তি প্রদর্শনে কতটুকু সংঘবদ্ধ হতে পারবে? এনিয়েও সন্দেহ ব্যক্ত করেছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের সাসপেন্ড করার দাবিতে অনশন তিস হাজারির আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশনে বসেছেন তিস হাজারি আদালতের আইনজীবীরা। পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছে ক্ষিপ্ত আইনজীবীরা।

গাড়ি পার্কি করা নিয়ে আদালত চত্বরে শনিবার বিকেলে আইনজীবী এবং দিল্লি পুলিশের মধ্যে বচসা শুরু হয়। আইনজীবীদের অভিযোগ সেই সময় এক পুলিশকর্মী গুলি চালায়। যার জেরে আহত হন এক আইনজীবী। এরপরে পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। ক্ষিপ্ত আইনজীবীরা আদালত চত্বরে থাকা গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এদিনের অনশন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আইনজীবী অজয় গৌড় জানিয়েছেন, এটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট। যে সকল পুলিশকর্মী আইনজীবীদের মারধর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা উচিত। ২০০ জন আইনজীবী যারা পুলিশের মারে আহত হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।

বর্তমানে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ বিষয়টি তদন্ত করেছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন আইনজীবীরা। এই প্রসঙ্গে অজয় গৌড় জানিয়েছেন, হাইকোর্টের কোনও বিচারপতিকে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক।

তিস হাজারি আদালতে দুইটি মামলার জন্য আসা পাটনার আইনজীবী নদিম আখতার খান জানিয়েছেন, এক পুলিশ আধিকারিক আইনজীবীর উপর লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। অপরাধীদের উপর গুলি চালানো উচিত, শিক্ষিত মানুষদের উপর নয়। বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা আইনজীবী আর এন ভট্ট জানিয়েছেন, শনিবার ডিসিপি নর্থের নির্দেশে আইনজীবীদের

ছয়ের পাতায়

নরেন্দ্রপুরে ব্যবসায়ীর রহস্য মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নরেন্দ্রপুর, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : বাড়ির পিছনে এক ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ নস্কর(৩৬)। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার মহামায়াপুর এলাকায়। খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে খবর, পেশায় ব্যবসায়ী হলেও সিন্থেসাইজার বাজানোর সখ ছিল বিশ্বজিতের। রবিবার ভোরে তাই ছট পুজোয় বাজনা বাজাতে যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকালে বাড়ির মেন গেটে তালা মারা থাকলেও বাড়ির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বিশ্বজিৎকে। অবশেষে বাড়ির পিছনে খোলা জায়গা থেকে উদ্ধার হয় তার রক্তাক্ত মৃতদেহ। দেহের বেশ খানিকটা অংশ কাঁদার মধ্যে ঢুকেছিল। যা দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বাড়ির ছাদ থেকেই পড়েছেন বিশ্বজিৎ। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে অসাবধানতা বশত তিনি ছাদ থেকে পড়ে গেলেন নাকি তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পরিবারের তরফ থেকেও এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

মহারাষ্ট্রবাসী বিজেপির পক্ষেই রায় দিয়েছে, দাবি লঙ্কার

বেঙ্গালুরু, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : স্বাভাবিক জোটসঙ্গী বিজেপির সঙ্গেই সরকার গড়া উচিত শিবসেনার। মহারাষ্ট্রবাসী বিজেপির পক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে নিজেদের অবস্থান সংযত করা উচিত শিবসেনার বলে রবিবার জানিয়েছেন বিজেপি নেতা লঙ্কা দিনাকার।

এদিন কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে বিজেপি নেতা লঙ্কা দিনাকার জানিয়েছেন, বিজেপির কখনও পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়নি। বাল ঠাকরেও কখনও এমন ধরণের রাজনীতিকে উৎসাহ দেননি। কিন্তু এখন শিবসেনা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। মহারাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত বিজেপি ভাল করে এসেছে। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ১৬৪টি আসনের মধ্যে ১০৫টিতে জিতেছে বিজেপি। জনাদেশ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের পক্ষে গিয়েছে। অন্যদিকে ১২৪টি আসনে লড়াই করে কোনওমতে ৫০ পেরোতে সক্ষম হয়েছে শিবসেনা। বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত শিবসেনার। নিজেদের স্বাভাবিক জোটসঙ্গী বিজেপির সঙ্গেই থাকা উচিত শিবসেনার।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে এদিন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউথ জানিয়েছেন ১৭০জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে শিবসেনার। সংখ্যাটা আগামীদিনে ১৭৫ ছাড়িয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে বিজেপি সঙ্গে সমঝোতা না হলে ক্ষমতা দেখিয়ে সরকার গড়বে শিবসেনা।

বিল্ডিং তৈরীর জেরে ফাটল সল্টলেকে ডিবি ব্লকে, বিক্ষোভে সামিল বাসিন্দারা

কলকাতা,৩ নভেম্বর (হি.স.):সল্টলেকে ডিবি ব্লক আবাসনের উল্টো দিকের প্লটে তৈরি হচ্ছে বড় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের বিল্ডিং ঊ আর ওই বড়ো বিল্ডিং তৈরীর জেরে সল্টলেকের ডিবি ব্লকের ৮৫ নম্বর বাড়ি জুড়ে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল ঊ আজ রবিবার আতঙ্কে বিল্ডিংয়ের কাজ বন্ধের দাবিতে ওই বিল্ডিংয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বাসিন্দারা ঊ

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ডিবি ব্লক আবাসনের উল্টো দিকে বড়ো বিল্ডিং তৈরীর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে বড়বড় মেশিন ঊ যার কাজের ফলে মাঝেমধ্যেই কম্পন ও বায়ু দূষণে নাজেহাল এলাকার বাসিন্দারা ঊ কোর্টে এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ করার পাশাপশি বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় রবিবার বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা ঊ

এই প্রসঙ্গে বিক্ষোভকারী রাজীব পালের কথায়, 'আমরা এখানে থাকতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি ঊ নিরাপত্তার এভাবে ভুগছিঊ সব সময় অনুভূতি হচ্ছে কম্পনেরঊ তারসঙ্গে বায়ুদুষণতো আছেইঊ অবিলম্বে আমরা এর বিচার চাইঊ কোর্টে চক্কর কেটে চটি চাপাটি দিয়েও সুরাহা মেলেনি ঊআর এই কারণেই বিক্ষোভে সামিল হতে হয়েছে''

ফের শহরে পুলিশকে মারধোর,আটক দুই

কলকাতা,৩ নভেম্বর (হি.স.) : আরও একবার শহরে আক্রান্ত উর্দি ধারী ঊ এবার অভিযোগ উঠল কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে পুলিশকর্মীকে মারধোরের ঊ রবিবার হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই চার পাঁচজন পুলিশকর্মীকে মারধর করে রোগীর আত্মীয়রা ঊ রক্ষা পাননি হাসপাতালে নিরাপত্তারক্ষীরাওঊ এই ঘটনায় দু-জনকে আটক করে যাদপপুর থানার পুলিশ ঊ

দু-দিন আগে এমআর বাঙুর হাসপাতালে জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন নিউ আলিপুরের তিন যুবক ঊ রবিবার তাঁদেরকে দেখতে আসেন তাদের আত্মীয়রা ঊ কিন্তু রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, সে সময় ওয়ার্ডে ঢুকতে তাঁদের বাধা দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা ঊ শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা ঊ সেই সময়েই হাসপাতালে চড়াও হয় ২৫-৩০ জনের একটি দল ঊ এরপরেই শুরু হয় হাতাহাতি ঊ এরপর ঘটনা সামাল দিতে তিন চারজন পুলিশ এগিয়ে আসলে ঊ পুলিশকর্মীদের বেধড়ক মারধর করে তারা ঊ রেহাই পাননি নিরাপত্তারক্ষীরাও ঊ এমনকি এক পুলিশকর্মীর জামাও ছিঁড়ে দেয় উন্মত্ত জনতার একাংশ ঊ পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ আরম্ভ করে পুলিশ ঊ ঘটনার তদন্তে যাদপপুর থানার পুলিশ ঊ ইতিমধ্যেই দু-জনকে আটক করে যাদপপুর থানার পুলিশ

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রকাশ্যে রাজের 'ধর্মযুদ্ধ'

কলকাতা,৩ নভেম্বর (হি.স.) : কমার্সিয়াল ছবি কমেডি ছবিকে সরিয়ে রেখে এবার রাজনৈতিক ঘরানার ছবিতে মনোনিবেশ করেছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ঊ তিনবার নাম পরিবর্তনের পর 'ধর্মযুদ্ধ' নাম এসে স্তব্ধ হয়েছেন পরিচালক ঊ অবশেষে আজ রবিবার সামনে এল 'ধর্মযুদ্ধ'-র পোস্টারঊ

বর্তমান পরিস্থিতিতে এত হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ হয়ে চলেছে সমাজে কিন্তু তার কারণ কি ঊ সেই উত্তরই দেবে পরিচালক রাজের নতুন ছবি 'ধর্মযুদ্ধ'' ঊ 'ধর্মযুদ্ধ'-তে দেখা যাবে এক বৃদ্ধাকে দেখাশোনা করেন এক অল্প বয়সি নারী ঊ তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে আরও তিনজন ঊ এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে অতীত ঊ আর এই নিয়েই এগিয়ে যাবে ছবির গল্প ঊ এই ছবিতেও মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও ঋত্বিক চক্রবর্তীকে ঊ তাছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে পার্নো মিত্রকে ঊ 'ধর্মযুদ্ধ'-র পোস্টারে দেখা যাচ্ছে,এক ছাপোসা ঘরের মেয়ের রূপে অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে ঊ

উল্লেখ্য,প্রথমে পরিচালক রাজের নতুন ছবি 'ধর্মযুদ্ধ'-র নাম রাখা হয়েছিল আম্মা সেখান থেকে হল ''গর্ভধারিণী সেখান থেকে নাম পরিবর্তন করে হয়েছে 'ধর্মযুদ্ধ'ঊ

জানুয়ারিতে বাংলদেশের দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন, ঘোষণা করল ইসি

ঢাকা, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন ঊ রবিবার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা করে জানায় দুই নির্বাচনেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এ ভোট গ্রহণ করা হবে।

রবিবার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা করে রবিবার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঊ দেশটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বে বৈঠক শেষে ইসি সচিব মো. আলমগীর সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।সচিব বলেন, চলতি নভেম্বরের ১৮ তারিখের পর যেকোনো দিন এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। আর ২০২০ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ভোট হতে পারে। সচিব মো. আলমগীর আরও বলেন, চলতি ভোটার তালিকা দিয়ে ইভিএমের মাধ্যমে ঢাকার দুই সিটিতে ভোটগ্রহণ করা হবে। আর এখনও সময় না হওয়ায় চট্টগ্রামের সিটি করপোরেশন নির্বাচনের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। মার্চের শেষদিকে অথবা তার পরে নতুন ভোটার তালিকার ব্যবহার করে এ সিটিতে ভোটগ্রহণ করা হবে।

সিটি করপোরেশন আইন অনুযায়ী, করপোরেশনের মেয়াদ হচ্ছে প্রথম সভা থেকে পরের পাঁচ বছর। আর ভোটের আয়োজন করতে হবে মেয়াদ পূর্তির আগের ১৮০ দিনের মধ্যে। সে অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালের ১৩ মে, ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালের ১৬ মে। আর চট্টগ্রাম সিটির মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালের ৫ আগস্ট।

করিমগঞ্জের অলক দাস ''হত্যাকাণ্ড''-এর কুড়িদিন অতিক্রান্ত, অভিযুক্তদের শীঘ্র গ্রেফতারের দাবি বাবার

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের শেরুলবাগ গ্রামের অলক দাসের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত আসামীদের শীঘ্র গ্রেফতারের দাবি জানালেন তার বাবা অঞ্জন দাস। নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের ডেকে মৃত অলকের বাবা অঞ্জন দাস বলেন, তাঁর ছেলের অকালমৃত্যুর প্রায় কুড়িদিন পার হতে চলল, অথচ এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের কোনও হদিশ বের করতে পারছে না পুলিশ। পুত্র শোকে মূহ্যমান বাবা অঞ্জনবাবু কেঁদে কেঁদে বলেন, তাঁর একমাত্র ছেলের মুখ শেষবারের মতওও দেখতে পারেননি। ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী আসামীদের গ্রেফতার করে তাদের কঠোর শাস্তি হলে অলোকের আত্মা শান্তি পাবে। এ ব্যাপারে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর নিজের ভগ্নিপতি শশধর চন্দ ও একই গ্রামের অন্য এক যুবক বিপ্লব দাসের সাথে কাজের তাগিদে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল অলক দাস। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগেই রেল লাইনের পাশে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরবর্তীতে মৃত অলক দাসের শেষকৃত্য অন্ধ্রপ্রদেশেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। অলক দাসের বাবা তাঁর ছেলের মৃত্যুর জন্য শশধর চন্দ ও বিপ্লব দাসকে অভিযুক্ত করে করিমগঞ্জ সদর থানায় এক এফআইআর দায়ের করেছিলেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ এক মামলাও রুজু করেছিল। খবর অনুযায়ী তদন্ত প্রক্রিয়া পুলিশ শুরুও করেছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের কোনও ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারেনি পুলিশ। এ-ব্যাপারে কেবল নিহত অলক দাসের বাবা বা তার পরিবারবর্গই নয়, শেরুলবাগ গ্রাম-সহ করিমগঞ্জের বিভিন্ন মহলে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সকালে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার। গত শুক্রবার বুকে ও পিঠের যন্ত্রণায় তাঁকে অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন সকালে তিনি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এখন তিনি আগের চেয়ে অনেকটা ভাল রয়েছেন। তবে চিকিৎসকরা দু সপ্তাহ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, বুকে ব্যাথা অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় জামিন পেয়ে সদ্য দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুতে ফিরেছেন। শুক্রবার বিকেলে বুকে ব্যাথা এবং উচ্চরক্ত চাপ থাকায় তাঁকে শেষাদ্রিপুরমে অ্যাপলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নিরলস ভাবে বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে থাকেন শিবকুমার।

আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ইডি তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত তিহার জেলে ছিলেন তিনি। জামিন পাওয়ার পর ২৬ অক্টোবর যখন তিনি রাজ্যে ফিরেছিলেন, তখন বড় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

শিবসেনা থেকে বার্তা পেয়েছি, জল্পনা উস্কে দাবি অজিত পাওয়ারের

মুম্বই, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : শিবসেনার তরফ থেকে বার্তা এসেছে। রাজনৈতিক জল্পনা উস্কে রবিবার এমনই জানিয়েছেন এনসিপির বর্ষীয়ান নেতা অজিত পাওয়ার।

এদিন অজিত পাওয়ার জানিয়েছেন, 'কিছুক্ষণ আগে সঞ্জয় রাউথ থেকে মেসেঞ্জ (বার্তা) পেয়েছি। বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় জবাব দিতে পারেনি। নির্বাচনের পর এই প্রথম তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তিনি কেন বার্তা পাঠিয়েছে, তা জানি না। পরে তাঁকে ফোন করব।'

মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে টানাপোড়েন জেরে পুরনো জোটসঙ্গী বিজেপির সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হয়েছে শিবসেনার। বিধানসভা নির্বাচন জোটবদ্ধ হয়ে লড়েছিল শিবসেনা-বিজেপি জোট। কিন্তু আড়াই বছর করে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ভাগ করে নেওয়ার শিবসেনার দাবিকে নস্যাৎ করে দেয় বড় শরিক বিজেপি। এরপরই সম্পর্কের অবনতি হয়। এদিন সঞ্জয় রাউথ দাবি করেছিলেন যে তাদের কাছে ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। আগামীদিনে সেই সংখ্যাটা ১৭৫ ছাড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে এনসিপি মুখপাত্র নবাব মালিক জানিয়েছেন, সম্মানের সঙ্গে নাকি অপনাম সহ্য করে রাজনীতি করা সেই সিদ্ধান্ত শিবসেনাকেই নিতে হবে। এদিন শিবসেনার তরফ থেকে বার্তা এলেও সেই বার্তায় কি রয়েছে, তা খোলসা করেননি অজিত পাওয়ার।

ছটপুজো চলাকালীন সাঁকো ভেঙে বিপত্তি, চাঞ্চল্য

কোচবিহার, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ছটপুজোর সময় আচমকা সাঁকো ভেঙে একসঙ্গে প্রায় ৩০ জন তোর্সা নদীতে পড়ে বিপত্তি। ঘটনাটি ঘটে শনিবার বিকেলে কোচবিহারের ফানসির ঘাটে। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। নদীতে পড়ে যাওয়া সবাইকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সূত্রের খবর, তোর্সার বুকে বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী ভাবে সাঁকোটি বানানো হয়েছিল। এদিন বিকেলে ছটপুজোর সময় ভিড়ের চাপে ওই অস্থায়ী সাঁকোর একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে। সাঁকোয় দাঁড়ানো লোকজন পড়ে তোর্সা নদীতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ছয়ের পাতায়

বিহারে ছট ঘাটে ডুবে নিহত দুই কিশোরী, নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ আরও দুই

সাহারসা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): বিহারে ছটপুজো করতে পুকুরে নেমে জলে ডুবে দুই মৃত্যু হল কিশোরীর উ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজ্যের সহরসা জেলার বিহার থানার বারা গ্রামে উ এছাড়া জেলায় আরও দুটি স্থানে আরও দুইজনের জলে তলিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে উ এদিকে খবর পেয়ে এসডিআরএফ দলকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

ছটপুজোর আনন্দে বিষাদের সুর উ রবিবার বিহারে ছটপুজো করতে পুকুরে নেমে জলে ডুবে দুই মৃত্যু হল কিশোরীর উ এদিন রাজ্যের সহরসা জেলার বিহার থানার বারা গ্রামের পুকুরে নেমে ডুবে যায় ওই দুই কিশোরী উ তাদের দেহ উদ্ধার করেছে গ্রামবাসীরা উ তাদের হল গোপাল কামতের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা কুমারী (১৩) এবং পিংকু কামতের মেয়ে তাভিশ কুমারী (১৪)।

এছাড়া আজ ছটপুজোয় অংশ নিয়ে জেলার সোনার বাজার থানার কাঁপ গ্রামে অবস্থিত দাহু ভরণা নদীতে ছটপূজা চলাকালীন বিনোদ ঝরের ছেলে প্রিন্স কুমার (১৩) ডুবে যান। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সালখুয়া থানার সুগমা গ্রামের টিলাভে নদীতে ছটপূজা চলাকালীন রাজ কিশোর মহাট (৩৮) নদীর জলে ভেসে যায়

তিস হাজারি কান্ডে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): তিস হাজারি আদালত চত্বরে আইনজীবী ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ছয় মাসের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস পি গর্গের নেতৃত্বে চলবে তদন্ত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন এস পি গর্গকে সহযোগিতা করবেন সিবিআই, আইবির ডিরেক্টরেরা। আহত আইনজীবীদের বয়ান রেকর্ড করার নির্দেশ দিল্লি পুলিশ কমিশনার অমূল্য পট্টনায়ককে দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ডিএন প্যাটেলের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ প্রশাসনকে আহত আইনজীবীদের চিকিৎসা যাতে ভাল ভাবে হয়, তা দেখার নির্দেশ দিয়েছে। আহতদের মধ্যে যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সম্ভব হলে তাদের এইমসে স্থানান্তর করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্রস এফআইআর সহ এখনও পর্যন্ত চারটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে ২০জন পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন।

শনিবার তিস হাজারি আদালত চত্বরে পুলিশ-আইনজীবী খণ্ডযুদ্ধের পরই দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি এন প্যাটেলের নেতৃত্বে বৈঠকে বসেন ছয় বর্ষীয়ান বিচারপতি। দিল্লি পুলিশের বরিষ্ঠ আইনজীবীরাও সেই বৈঠকে ছিলেন।

দক্ষিণ শালমারার ফকিরগঞ্জে টর্যাক্টর দুর্ঘটনায় হত এক

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার ফকিরগঞ্জে আজ রবিবার এক ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনায় জনৈক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ট্র্যাক্টরটি পয়ঃপ্রণালী (অনাময়) প্রকল্পের অধীনে নির্মীয়মাণ শৌচালয়ের নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে আসছিল। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা নির্বাচন এলাকার ফকিরগঞ্জ থানাধীন সোনারপাড় গ্রামে আজ বেলা দুটো নাগাদ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় গ্রামের জনৈক আমজাদ আলির ছেলে মণির উদ্দিনের (২৫) মৃত্যু হয়েছে। আমজাদ ট্র্যাক্টরের চালক ছিলেন। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, টর্যাক্টরটি শৌচালয় নির্মাণের জন্য বালি বোঝাই করে নিয়ে আসছিলেন। আচমকা ট্র্যাক্টরটি উলটে পড়ে। এতে ট্যাক্টরের নীচে পড়ে যান আমজাদ। নিহত আমজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সন্দেশখালির ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত হোক : রাজ্যপাল

কলকাতা,৩ নভেম্বর (হি.স.):সন্দেশখালিতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় পুলিশকর্মীরউ সন্দেশখালি নিয়ে সরব রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ওউ আজ রবিবার সন্দেশখালি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সন্দেশখালির ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন উ

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল আরও অলেন,'সন্দেশখালির ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত হোক উ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা মহিলার হাতে । রাজ্যপাল হিসাবে বলব আইন যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। লক্ষণরেখা যেন পার না হয় উ'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার গভীর রাতে দুই দুষ্কৃতী দলের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সন্দেশখালির বউঠাকুরন এলাকা উ পুলিশ খবর পায়, আতাপুর ঘাটে লুকিয়ে আছে দুষ্কৃতীরা উ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে নিয়ে সেখানে অভিযানে যান সন্দেশখালি থানার পুলিশ উ ন্তু আগে থেকেই পুলিশ আসার খবর পেয়ে যায় দুষ্কৃতীরাউ পুলিশকে লক্ষ করে গুলি চালাতে শুরু করে তারা উ অভিযানে গিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় ভিলেজ পুলিশ বিশ্বদীপ মাইতির উ জখম হন সন্দেশখালি থানার সাব ইনস্পেক্টর অরিন্দম হালদারও উ গুলিবিদ্ধ এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও এক স্থানীয় বাসিন্দাওউ আগুন ধরানো হয় পুলিশের দুটি বাইকে উ ঘটনায় ধৃত দুজনকে দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট আদালত

একে অপরকে টেক্কা দিতে নানা রকম ভাবনা চন্দননগরে

হুগলী, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : চন্দননগর মানেই আলোর শহর। চন্দননগর মানেই ভুবন ভোলানো জগদ্ধাত্রী মায়ের মুখ। চন্দননগর মানেই নানা ভাবনার মন্ডপ, তাই সকাল থেকে শুরু করে সারা রাত এখন ব্যাস্ত ঐতিহাসিক এই ফরাসডাঙ্গা। পুজোর দিকে যদি নজর দিই,

চন্দননগর শহরের প্রাণ কেন্দ্র বড়বাজারে এলে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটি কোনো মন্ডপ না পুরোনো কলকাতার একটা অংশ। মন্ডপের সামনে একগাদা জামা ঝোলানো সামনে সাইকেল সারানোর দোকান মন্ডপে ভাঙা সাটার লাগানো দোকান ঘরের মাথায় পাঁচ পুরুষ পুরোনো একটা সাইকেল। সামনে এগিয়ে মন্ডপে প্রবেশ করলে সেখানেও একগাদা দোকান, কি নেই সেখানে অমিতাভ, মিঠুনের ছবি দেওয়া সেই সেলুন, থেকে আরোও কত কি। কিন্তু এ কেমন থিম! না এটা কোনো পুরোনো পাড়ার দোকান নয়, উদ্যোক্তরা বলছেন "কুর্নিশ " সেই সব মানুষদের যারা রাত দিন শ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকেন আর সৃষ্টি করেন অন্য মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। শ্রমজীবী মানুষের নিত্য দিনের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্যেই সৃষ্টির আনন্দ ই বড়বাজারের এবারের পুজো থিম।

মানকুন্ডুর দৈবক পাড়ার এবারের থিম গজাবুড়ুর দেশে, কে গজাবুড়ু কেনই বা সে পুজো মন্ডপে! আসলে এই পাড়ারই কয়েকজন ট্রেকিংএ গিয়েছিলেন পুরুলিয়ায়। অযোদ্ধা পাহাড়ে ট্রেকিং তো অনেকবার হয়েছে এবার অন্য কোনো পাহাড় চাই তাই নতুন পাহাড় খুঁজতে গিয়ে গজাবুড়ুর অবিষ্কার। গজাবুড়ু পাহাড় যে জেলায় সেই জেলার সবচেয়ে বড় সংস্কৃতি ছৌনাচ। সেই ছৌনাচের জন্য যে মুখোশ তা কি দিয়ে তৈরি হয়, তার প্রক্রিয়া কত রকমের মুখোশ এই নাচে ব্যবহার হয়, তা পড়ে থাকতে কতটা কষ্ট করতে হয় ছৌ শিল্পীদের তার নিখুঁত বর্ণনা ফুটিয়ে তুলেছেন এই বারোয়ারীর কয়েকজন যুবক। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মায়ের মুখ ও পরিবর্তন করে ফেলেছেন তারা।

চার মন্দির তলায় এবারের থিম স্বপ্ন জুড়ে শান্তি আসুক। মন্ডপের সামনেই এক যুবকের কথা রেকর্ডের মাধ্যমে গল্পের আকারে বলে দেওয়া হচ্ছে। থিমের যুগে বাঁশ কাঠ কাগজের সাথে বেত, পাটকাঠি দিয়ে তৈরি মন্ডপে নতুন কি! না তার জন্য ওই রেকর্ড শোনা খুব দরকারী। কারণ ওখানে গদাই এর গল্প বলা হচ্ছে। গদাই পাড়ার খবরের কাগজ বিক্রেতা। পাড়ার পুজোর থিম মেকার টাকা নিয়ে ডুবিয়েছেন উদ্যোক্তাদের। পুজোর মুখে সবার তাই মাথায় হাত। সেই সময়ই গদাইকে সাথে নিয়ে এক উদ্যোক্তা ক্লাবে হাজির। তার বক্তব্য এবার থিম তৈরি করবে গদাই। খবরের কাগজ বাঁশ কাঠ নিয়ে দিন রাত এক করে তৈরি হল মন্ডপ। কত মানুষ এলেন পুজো দেখতে সবাই প্রশংসা করলেন থিমের। পুজো শেষে একগাদা পুরষ্কার ও জিতল ক্লাব। কিন্তু সেরা থিমের পুরষ্কার প্রাপক থিম মেকারের ডাক পড়তেই বাঁধল সমস্যা। কারণ পুরষ্কার এর চেকে কার নাম লেখা হবে, সবাই বলল গদাই, কিন্তু গদাই কি,, তা তো কেউ জানেনা। আসলে গদাই এর মত এরকম নাম গোত্রহীম শিল্পীদের প্রতিভার যে মূল্য এখনও ব্রাত্য তার উদাহরণ ই এই পুজোর থিম।

গোন্দলপাড়া সাতঘাটে এবারের থিম রূপসীবাংলা। মপের সামনে বিশাল গরুর গাড়ী একই সাথে ভিতরে খর বেত সহ বাংলার শিল্পকর্মের অপূর্ব রূপ তুলে ধরা হয়েছে মন্ডপের আনাচে কানাচে।

আসছি আসছি করে জগদ্ধাত্রী বন্দনা র প্রায় মাঝামাঝি ফরাসডাঙার মানুষ, তার ওপর রবিবার ছুটির দিন ফলে লাখ লাখ মানুষের ভিড় যে হুগলীর তিন শহরে ছাপিয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তা সদা ততপর ভিড় সামাল দিতে।

এক ব্যক্তির

আটের পাতার পর

পুলিশ ও স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার দুপুরে একটি গাড়ি করে চারজন এসেছিলেন আতাড়িয়া গ্রামে।স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গিয়েছে এই দলের চার জনের মধ্যে এক জনের আত্মীয়র বাড়ি সাঁকরাইলে। তারা সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে এলাকায় হাতি রয়েছে। তারা দেখতে যান।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান চার জনের ওই দলটি জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল।স্ট্যান্ড লাগিয়ে জুম করে ছবি তুলছিল তারা। এমনিতেই হাতি দেখতে এলাকায় কয়েক হাজার লোক জমে গিয়েছিল। দলের হাতি গুলি বেশ বিরক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই সময়ই দলটির মাঝে পড়ে যায় তারা। দলের একটি হাতি শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে আশিস শিটকে।তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় মানুষ জন উদ্ধার করে তাদেরই গাড়িতে সাঁকরাইল ব্লকের ভাঙাগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।দলের এক জন হাতির দলের মাঝে আটকে পড়ে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে বনদফতর।আহত ওই যুবককে মেদিনীপুর রেফার করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।তাবে মেদিনীপুর নিয়ে যাওয়ার আগেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।অন্যদিকে নিখোঁজ আরো একজনের খবর সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে কলাইকুন্ডার দিক থেকে একটি বড় দলমা হাতির দলকে ড্রাইভ করা হচ্ছিল।দলটি সাঁকরাইল ব্লকে ঢুকে ছিল।দলের প্রায় পনেরোটি হাতি আলাদা হয়ে খুদমড়াই অঞ্চলের আতাড়িয়ার জঙ্গলে রয়ে যায়।সেই দলটিকে দেখতে এলাকায় কয়েক হাজার লোক জমে যায়।চারি দিকে এত লোক জমে যায় যে দল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।দলে শাবক হাতি রয়েছে।দলে শাবক থাকলে এমনিতেই হাতির দল উত্তেজিত থাকে ।সেই সময় ওই চারজনের দলটি হাতির একেবারে সামনে পড়ে যায়।তবে এদের দলটি ঠিক কত জনের ছিল তা জানা যায় নি।

এই বিষয়ে খঙ্গাপুরের ডিএফও অরুপ মুখোপাধ্যায় বলেন " ওনার কতজন ছিল তা পরিস্কার নয়।একজন মারা গিয়েছেন।আশিস শিট নামে ওই ব্যক্তির বাড়ি হাওড়া জেলায় বলে জানা গিয়েছে। কেউ জঙ্গলে আটকে গিয়েছেন কিনা তা দেখা হচ্ছে।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে নিহত ব্যক্তি কোন সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত ছিলেন।"

চাঞ্চল্য

পাচের পাতার পর

এই ঘটনায় একজনও কেউ আহত হয়নি বলেই দাবি তাঁর। নিরাপত্তারক্ষী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের অফিসারেরা তড়িঘড়ি তোর্সায় পড়ে যাওয়া লোকজনকে উদ্ধার করেন। তিনি জানান, সব পুণ্যার্থী সুরক্ষিত। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলাশাসক-সহ পদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে আসেন।

অসমের সামাগুড়িতে দুদিনের মাথায় ফের বিধ্বংসী আগুন, এবারও ভস্ম দশটি দোকান

সামাগুড়ি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : সামাগুড়ি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়ির দশটি দোকান পোড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনা রবিবার ভোরের দিকে সামাগুড়ির দৈনিকবাজারে সংঘটিত হয়েছে। আজকের অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দৈনিকবাজারের একটি জোতার দোকানে আগুনের সূত্রপাত। বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে অনুমান করছেন ভুক্তভোগীরা। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা দোকানকে গ্রাস করে ফেলে লেলিহান শিখা। মুহূর্তের মধ্যে তা গ্রাস করে এক এক করে লাগোয়া দোকানগুলিকে। সময়টা ছিল ভোর। তাই কোনও দোকানেই মালিকরা ছিলেন না। আগুন দেখে এলাকার মানুষজন এগিয়ে এসে তা নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে ছুটে আসেন দোকান মালিক এবং দুটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের অক্লান্ত কসরতে এক সময় আগুন নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ততক্ষণে দশটি দোকান ভস্ম হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, সামাগুড়িতে মাত্র দুদিনের মাথায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এটা দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। এর আগে গত ১ নভেম্বর রাতে সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোয়ামারি দৈনিক বাজারের ১০টি দোকান ছাই হয়ে গিয়েছিল।

কোলিয়ারীতে যান্ত্রিক বিপত্তি : অন্ডালে দীর্ঘক্ষণ খনিতে আটকে থাকল ৩৮জন শ্রমিক

দুর্গাপুর, ৩ অক্টোবর(হি.স.): যান্ত্রিক বিপত্তি। আর তার জেরেই খনিগর্ভে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকল ৩৮ শ্রমিক। বরাত জোরে প্রানে বাঁচলেও ইসিএলের শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের কাজোড়া এরিয়ার মুকুন্দপুর পড়াশকোল ইষ্ট কোলিয়ারীতে।

ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার রাতের শিফটের শ্রমিকরা খনিতে নেমেছিলেন। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টায় ডিউটি শেষে ওপরে উঠে আসার ছিল। অভিযোগ, আচমকা ওয়াইন্ডিং মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। ফলে খনি গর্ভে ডুলি ওঠা নামা বন্ধ হয়ে পড়ে। আর তাতেই বিপত্তি ঘটে। আটকে পড়ে খনিগর্ভে ৩৮ জন শ্রমিক। আর তাতেই উৎকণ্ঠায় পড়ে শ্রমিকদের পরিবার ও সহকর্মীরা।

জানা গেছে, ওই কোলিয়ারী দুটি খনি পিটের একটিতে ইলেক্ট্রিক ওয়াইন্ডিং মেশিনে ডুলি চলে। অপরটিতে স্টীম ওয়াইন্ডিং মেশিনে ডুলি চলে। খনিশ্রমিকদের অভিযোগ, শনিবার রাত্রে ইলেক্ট্রিক ওয়াইন্ডিং মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। আবার রবিবার সকালে স্টীম না থাকায় স্টীম ওয়াইন্ডিং মেশিনটিও বন্ধ হয়ে পড়ে। তার ফলে শ্রমিকরা খনির ভেতর আটকে পড়ে। যেকোন সময় বড় দুর্ঘটনার শঙ্কা ছিল। সেফটি আধিকারিকদের গাফিলাতির জন্যই এই পরিস্থিতি।' এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেশিন মেরামতের কাজ শুরু করে ইসিএলের বিশেষজ্ঞদল। বেলা সাড়ে ১০ টা নাগাদ বন্ধ থাকা স্টীম ওয়াইন্ডিং মেশিন পুনরায় চালু করা হয়। এবং আটকে থাকা শ্রমিকরা উদ্ধার করা হয়।

ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে ভারত ও আসিয়ানের একই মত : প্রধানমন্ত্রী

ব্যাংকক, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে আসিয়ান গোষ্ঠী এবং ভারতের একই মত বলে আসিয়ান সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অ্যাক্ট ইস্ট নীতির মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবে ভারত। ষোড়শ আসিয়ান সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সমন্বয় গড়ে উঠেছে। ভারতে অ্যাক্ট ইস্ট নীতির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে আসিয়ান।

এবারের সম্মেলনে আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ১০টি দেশ যোগ দিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে চিনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ওই অঞ্চলে ভারতের প্রভাবকে সমর্থন করেছে আমেরিকা। এই অঞ্চলে ভারতের সক্রিয় ভূমিকার পক্ষে সওয়াল করেছে আমেরিকা। এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতের বুনিয়াদি হিতের জন্য সংগঠিত এবং আর্থিক ভাবে উন্নত আসিয়ানের প্রয়োজন। সড়ক, আকাশ, সমুদ্র পথের পাশাপাশি ডিজিট্যাল সম্পর্ক আর শক্তিশালী করে আসিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে তৎপর। এর জন্য ১০ লক্ষ ডলারের ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট উপযোগী হয়ে উঠবে। উচ্চশিক্ষা, পর্যটন, গবেষণা, বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষের আসা যাওয়া বৃদ্ধি করা উচিত। সেই জন্য আসিয়ানের সঙ্গে ভারত নিজের সম্পর্ক আরও বেশি নিবিড় করতে চায়। কৃষি, বিজ্ঞান, গবেষণা, আইসিটি এবং ইঞ্জিনিয়রিয়ের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ভারত নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায়। সমুদ্র পথে নিরাপত্তা, ব্লু ইকোনমি মতো ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কৃষি ক্ষেত্র গবেষণার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

তিনজন

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ক্রমশ যান দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে কল্যাণপুরে। অতিরিক্ত গতির ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে ধরনা সাধারন জনগণের। দাবি উঠছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের।

এদিকে, কুমারঘাটে একটি অটো দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। তাছাড়াও কয়েকজন যাত্রী অল্প আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোনাইমুখী এলাকায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে।

আইনজীবীদের

পাচের পাতার পর

উপর হামলা চালায় পুলিশ। এমনকি আইনজীবীদের চেম্বার এবং গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। সোমবার সমস্ত ডিস্ট্রিক আদালতে কাজে যোগ না দিয়ে ধর্মঘট পালন করবে আইনজীবীরা। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের দ্রুত সাসপেণ্ড করতে হবে। হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি আইনজীবীদের দুই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে দিল্লির বার কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে। অল্পবিস্তর জখম আইনজীবীদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। বার কাউন্সিলের তরফ থেকে সোমবার সমস্ত ডিস্ট্রিক আদালতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

দাবি এনসিপির

তিনের পাতার পর

মহারাষ্ট্রে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেশিশক্তি ব্যবহার করেছে বলে দাবি করে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ জানিয়েছেন, ভোট আদায়ের জন্য সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করেছে বিজেপি। ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে গেরুয়া শিবির।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ নভেম্বর মহারাষ্ট্র সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। রাজ্যের মন্ত্রী সুধীর মুনগানতিওয়াড় জানিয়েছেন, ৭ নভেম্বরের মধ্যে সরকার গঠন না হলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সুকি মায়ানমারের উন্নয়নের জন্য ভারতের সহায়তা চেয়েছেন।

এদিকে, মজবুত এবং সমৃদ্ধশালী আসিয়ান ভারতের হিতের জন্য প্রয়োজন। তিনদিনের থাইল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় দিনে রবিবার আসিয়ান সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, শক্তিশালী সড়ক ব্যবস্থা, আকাশ এবং সমুদ্র পথের পাশাপাশি ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে আসিয়ানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক শক্তিশালী করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভারত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে এদিন স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, এটি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দৃষ্টিকোণের অঙ্গ।

রবিবার নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারতের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করে দেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ফিজিক্যাল এবং ডিজিট্যাল সংযুক্তিকরণের জন্য ১০ লক্ষ ডলারের ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট উপযোগী হয়ে উঠবে। উচ্চশিক্ষা, পর্যটন, গবেষণা, বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষের আসা যাওয়া বৃদ্ধি করা উচিত। সেই জন্য আসিয়ানের সঙ্গে ভারত নিজের সম্পর্ক আরও বেশি নিবিড় করতে চায়। কৃষি, বিজ্ঞান, গবেষণা, আইসিটি এবং ইঞ্জিনিয়রিয়ের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ভারত নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায়। সমুদ্র পথে নিরাপত্তা, ব্লু ইকোনমি মতো ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন করার জন্য ১,২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এতে ১০-১২ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর ব্রীজ চালু হয়ে গেছে ত্রিপুরা হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রাণী পালনের উপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থানের একটা বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এখন ডিম ও দুধের জন্য প্রায় ১১০০ কোটি টাকার উপর রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই টাকা যাতে বাইরে না যায় তার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, প্রাণী পালন ও গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা রূপায়ণে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের উদার ও স্বচ্ছ প্রসারে মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন গভর্মেন্ট এমপ্লয়িজ অব ন্যাশনাল কনফেডারেশন-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাধু সিং এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি শংকর দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গেজেটেড মৃণাল কান্তি পন্ডিতকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিভিন্ন দাবি সনদ তুলে দেন। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন গেজেটেড অফিসার্স সংঘ-এর সভাপতি তপন দাস। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাসও উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ হেপাজতে

● প্রথম পাতার পর

সরাসরি অভিযোগ এনে শনিবার রাজ্যে পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে আইনজীবীদের একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপিও প্রদান করে। রবিবার ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মৃত মঙ্গলের বাড়িতে যান।

সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক রতন ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা সহ সিপিআইএম দলের নেতা কর্মীরা। পরে সাংবাদিকদের কাছে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, মঙ্গল দাস পিতৃহারা গরিব ঘরের সন্তান। মা আরতী দাস অত্যন্ত গরিব। একজন নির্মাণ শ্রমিক। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। পরিবারের পাশে উনার দল সবসময় থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। এদিকে সিপিআইএমএল এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

প্রক্রিয়া

● প্রথম পাতার পর

সুপার, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের মধ্যে কাঞ্চনপুর রেভিনিউ ডাকবাংলায় বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে শরনার্থী নেতাদের আমন্ত্রণ জানালে তারা অংশ নেয়। পরে আলোচনা শেষে আধিকারিকেরা ধর্মনগর ফিরে যান। এলাকার বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং পরিদর্শন করেন অবরোধস্থল। বিধায়ক জানান তার পিতাও শরণার্থী শিবিরে একসময় ছিলেন। তাই শরণার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি জানেন। দ্রুত রেশন প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে ওয়াইবিএ, বিএসসিও, বিএসএম সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার পক্ষ থেকে ২৫ কুন্টাল চাল, সবজি, ডাল, লবণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। তবে, আন্দোলনরত শরণার্থীরা জানিয়েছেন, প্রশাসন থেকে আশ্বাস না পেলে তারা খাবার গ্রহণ করবে না এবং অবরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

শরণার্থী নেতাদের চক্রান্তের কারণে আজ শরণার্থীদের করুণ অবস্থা। দীর্ঘ দিন ধরেই চলছিল প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া। কিন্তু, কিছুদিন পর পরই এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং রিয়াং শরণার্থীদের সংগঠনের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি মোতাবেকই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, হঠাৎ করে ব্রু নেতারা একের পর এক হঠকারি দাবী তুলে আনছে। এখন স্বশাসিত জেলা পরিষদেরও দাবি তোলা হচ্ছে। এইসব বিষয়গুলি নিয়ে অবিলম্বে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া পুণরায় শুরু করে সেই দাবী উঠেছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে। অন্যথায় নেতাদের চক্রান্তে আরও প্রাণ বলি হতে পারে বলে আশঙ্কা।

প্রসঙ্গত, গত ১লা অক্টোবর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ৩ অক্টোবর থেকে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাফ কথা মিজোরামে তাদের জন্য পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অথচ, অধিকাংশ রিয়াং শরণার্থীরাই মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেন না। ৩ অক্টোবর থেকে এখনও পর্য্যন্ত খুবই অল্প সংখ্যক রিয়াং শরণার্থী পরিবার ফিরে গিয়েছেন। ফলে, ত্রিপুরায় সাতটি শিবিরে রিয়াং শরণার্থীরা রেশন ও আর্থিক সহায়তার অভাবে সমস্যার মুখে পড়েছেন। সম্ভবত, ফের শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন তাদের নেতৃবৃন্দ। রেশন বন্ধ করে দেওয়া সত্বেও রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছাই তা প্রমাণ করছে। ফলে, এই জটিল সংকট কাটাতে কেন্দ্রীয় সরকার কি উপায় বের করবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ফলে, আগামীদিনে শরণার্থী শিবিরে সমস্যা আরও গাঢ় হতে পারে বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কিভাবে ফাটল ধরল যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে এটি। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এই গার্ডওয়াল এর জন্য ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তিনি এনইটিসিএল কর্তৃপক্ষ সহ মহকুমা শাসকের কাছে বিস্তারিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যাতে করে অতিদ্রুত তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নারকেল কুঞ্জে পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রবিবার নারকেল কুঞ্জ পরিদর্শনে যান রাজ্যের পর্যটন ও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বুর্ব মোহন ত্রিপুরা সহ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। রাজ্যের পর্যটনকে বিভাবে আরো ডেভলপমেন্ট করে মানুষের কাছে দেশ বিদেশের পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করা যায় সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে রাজ্যের পর্যটন ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ডুম্বুর জলাশয়ের নারকেল কুঞ্জে যান।

খেলা

দূষণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই শুরু ভারত-বাংলাদেশ টি-২০ সিরিজ, জিততে মরিয়া দুপক্ষই

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার ভারত-বাংলাদেশ টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। পরিসংখ্যান অবশ্য কিছুটা স্বস্তিতে রাখছে রোহিত শর্মার দলকে। ভারতীয় দল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত আটটি টি-২০ ম্যাচ খেলেছে। তবে একটি ম্যাচেও ভারতীয় দলকে বাংলাদেশ হারাতে পারেনি। এমন একটা পরিসংখান অবশ্যই রোহিত শর্মাকে স্বস্তি দেবে। উল্টোদিকে শাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালের মতো তারকাদের ছাড়া কাল খেলতে নামছে বাংলাদেশ। দলের অন্দরমহলে অবশ্য কে নেই তা নিয়ে কোনও কথা হচ্ছে না। বরং দলে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের শক্তির উপর আস্থা রেখে ভারতের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ।

সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগের শনিবার নয়াদিল্লিতে বসে রোহিতের মুখে ক্যাপ্টেন কোহলিরই কথা। রোহিত বললেন, 'ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার কাজটা খুব সহজ। বিরাট যেখানে টিমটাকে রেখে গিয়েছে, সেখান থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আমার কাজ। বিরাট এত দিন ক্যাপ্টেন হিসেবে যা করেছে, এই অল্প সুযোগে আমি সেটাই করে দেখাতে চাই।' দিল্লির দূষণ প্রথম টি-২০-র আগে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ম্যাচ আয়োজন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। তবে বাংলাদেশ শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লির বাতাসের অবস্থা উদ্বেগজনক হলেও তাদের খেলতে কোনও সমস্যা নেই।

ঘরের মাঠে এর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাত্র একটি টি-২০ খেলেছে ভারত। ২০১৬ সালে বেঙ্গালুরুতে সেই ম্যাচে নাটকীয় জয় পেয়েছিল ভারতীয় দল। শেষ তিন বলে দুই রান করতে ব্যর্থ হন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। সেই ম্যাচের পর এবার আবার ভারতের মাটিতে টি-২০ খেলতে নামছে বাংলাদেশ। অবশ্যই এটা নতুন চ্যালেঞ্জ তাঁদের কাছে। তবে ভারতীয় দলের তিন তারকা টি-২০ সিরিজে নেই। বিরাট কোহলিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন জসপ্রিত বুমরা ও হার্দিক পান্ডিয়া।

ভারতের সম্ভাব্য একাদশ- রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, সঞ্জু স্যামসন/লোকেশ রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার, ঋষভ পন্থ, শিভম দুবে, ক্রুনাল পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, যুজবেন্দ্র চাহাল/রাহুল চাহার, দীপক চাহার, শার্দুল ঠাকুর/খলিল আহমেদ।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ- মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (অধিনায়ক), লিটন দাস, সৌম্য সরকার, মহম্মদ নাঈম/মোহাম্মদ মিথুন, মুশফিকুর রহিম (উইকেটকিপার), মোসাদ্দেক হোসেন, আফিফ হোসেন, আরাফাত সানি, মোস্তাফিজুর রহমান, আল-আমিন হোসেন, আবু হায়দার রনি/তাইজুল ইসলাম।

চোটের কারণে প্যারিস মাস্টার্সের সেমিফাইনালের আগে নাম প্রত্যাহার নাদালের

প্যারিস, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফের টুর্নামেন্ট চলাকালীন চোটের কবলে রাফায়েল নাদাল। তলপেটে চোটের কারণে সেমিফাইনালের ঠিক আগে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন স্প্যানিশ তারকা। তাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়লাভ করে প্যারিস মাস্টার্সের ফাইনালে জকোভিচের মুখোমুখি ডেনিস শাপোভালোভ।

উল্লেখ্য, গত মরশুমেও চোটের কবলে পড়ে প্যারিস টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নাম প্রত্যাহার করে বছর শেষ করেছিলেন স্প্যানিশ টেনিস মায়েস্ত্রো। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল শুরুর ঠিক আগে টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন রাফা। সাংবাদিক সম্মেলনে হতাশ রাফা জানান, 'এর আগেও এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি আমি। চিকিৎসকেরা না খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, কানাডার বছর কুড়ির প্রতিদ্বন্দ্বী শাপোভালোভের বিরুদ্ধে কোর্টে নামার আগে শনিবার সকালে অনুশীলনে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন ১৯টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক। সেখানেই তলপেটে সমস্যা অনুভব করেন নাদাল। স্ক্যানের রিপোর্টও পুরোপুরি স্বাভাবিক না থাকায় বড় চোট-আঘাত থেকে বাঁচতে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন নাদাল। তবে ১০ নভেম্বর থেকে লন্ডনে শুরু হতে চলা এটিপি ফাইনালসে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

ব্যাপক বায়ু দূষণের কারণে ভারত-বাংলাদেশ টি-২০ ম্যাচ বাতিলের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সকাল থেকে বৃষ্টি হলেও বাতাসে দূষণের পরিমাণ আরও বেড়েছে। সূত্রের খবর, দিল্লির এই বায়ু দূষণের কারণে বাতিল হয়ে যেতে পারে এদিনের ভারত এবং বাংলাদেশের টি-২০ ম্যাচ। যদিও ভারতীয় বোর্ড বিসিসিআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, খেলা বাতিল করা হচ্ছে না।

দিল্লিতে দূষণের কারণে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির সর্বত্র নির্মাণ ও বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ। একই সময় পর্যন্ত স্কুলগুলিতেও ছুটি ঘোষণা করেছে দিল্লি সরকার।

এদিন সকাল থেকে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিল্লিতে। রাজধানীর বেশ কিছু জায়গায় এদিন মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু তাতে দূষণের পরিমাণ কমতে নাও পারে বলে জানা গিয়েছে। বরং বাতাসে দূষণের পরিমাণ আরও বেড়েছে গোটা এনসিআর জুড়েই। সূত্রের খবর, আরও বিষাক্ত হতে শুরু করেছে দিল্লির আকাশ। রবিবার সকাল থেকেই দিল্লি-এনসিআরে দূষণের সূচক ৪৪৭ এর কাছাকাছি। রবিবার ঠিক ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ দিল্লিতে সূচক ছিল ৪৪৭ এরা কাছাকাছি। অন্যদিকে, গাজিয়াবাদে দেখা যায় ৪৯৬, গ্রেটার নয়ডা এবং নয়ডা এলাকাতেও প্রায় ৫০০ ছুঁইছুঁই ছিল।

দুর্ঘটনার কবলে বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের তিন নির্বাচক

বর্ধমান, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের তিন নির্বাচক। বর্ধমানের পালসিটে দুর্ঘটনার শিকার হয় তাঁদের গাড়ি। গুরুতরভাবে আহত হন বাংলা ক্রিকেট দলের তিন নির্বাচক পুর্ণিমা চৌধুরি, শ্যামা সাউ, এবং চন্দনা মুখোপাধ্যায়। আহত হন তাদের গাড়ির চালকও। তাঁদের স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার সাতসকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের পালসিটের কাছে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। কলকাতা থেকে বীরভূমের সিউড়ি ঘুমসিমা গ্রামে ক্রিকেটার নির্বাচন করতে যাওয়ার পথে তাঁদের গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। সরডাঙার কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়ি। আহত হন তিন নির্বাচক ও তাঁদের গাড়ির চালক বিশ্বজিৎ পারিদা। পালসিট ক্যাম্পের পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করেছেন বাংলার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তাঁর উদ্যোগেই পালসিট ক্যাম্পের পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে ভর্তি করে বলে জানা গিয়েছে। একাধিকবার লক্ষ্মীরতন আহতদের খোঁজ নিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।

প্রিমিয়র লিগের ম্যাচে হারের মুখ থেকে জয় ছিনিয়ে নিল লিভারপুল

লন্ডন, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগের ম্যাচে হারের মুখ থেকে জয় তুলে নিল লিভারপুল। অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে গোল করে চলতি প্রিমিয়র লিগে অপ্রতিরোধ্য লিভারপুলকে দশম জয়টি এনে দিলেন সাদিও মানে। এর ফলে আগামী সপ্তাহে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ছয় পয়েন্ট এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবেন হেন্ডারসনরা।

ভিলা পার্কে এদিন ত্রেজেগুয়েতের প্রথমার্ধের গোলে পিছিয়ে পড়ে ইউরোপ সেরারা। অফসাইডের সন্দেহ থাকায় ভিএআরের সাহায্য নিয়ে গোলের সিদ্ধান্তেই বহাল থাকেন রেফারি। প্রথমার্ধ নিষ্প্রভ থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুলের আধিপত্য নির্ভর ফুটবল কাজে আসে একেবারে শেষ মুহূর্তে। যদিও প্রথমার্ধেই রবার্তো ফিরমিনোর সমতাসূচক গোল বাতিল করেন রেফারি।

অ্যাওয়ে ম্যাচে এদিন প্রথমে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসে গিয়েছিল রেডস'দের কাছেই। সাদিও মানে, মোহামেদ সালাহরা সুযগ নষ্ট না করলে ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল গতবারের রানার্সদের। তবে লিভারপুল সুযোগ নষ্ট করলেও সুযোগ নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিল না অ্যাস্টন ভিলা। ২১ মিনিটে জন ম্যাকগিনের ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া ভলিতে অ্যালিসন বেকারকে পরাস্ত করেন ত্রেজেগুয়েত। অফসাইডের আশঙ্কা থাকায় ভিএআরের সাহায্য নিতে হয় রেফারিকে। তবে ভিএআরে গোলের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। কিন্তু ২৮ মিনিটে মানের ক্রস থেকে ফিরমিনোর গোল বাতিল হওয়ার কারণ স্পষ্ট হয়নি।

প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বেড়ে যায় লিভারপুলের। ৮৭ মিনিটে মানের নিখুঁত সেন্টার থেকে জোরালো হেডে স্কোরলাইন ১-১ করেন রবার্টসনের। এরপর ম্যাচ শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে আলেকজান্ডার আর্নল্ডের কর্নার থেকে মাথা দিয়ে দুরন্ত ফ্লিকে বল জালে রাখেন সেনেগাল উইঙ্গার। একইসঙ্গে দলকে তিন পয়েন্ট এনে দেন তিনি।

অ্যাওয়ে ম্যাচে লেভান্তের কাছে হার বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফের লিওনেল মেসির গোলেও জয় পেল না বার্সেলোনা। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের মাত্র সাত মিনিটের ঝড়ে ভেঙে গেল বার্সেলোনা রক্ষণ। অ্যাওয়ে ম্যাচে শনিবার লেভান্তের কাছে ১-৩ গোলে হারল বার্সেলোনা।

টানা সাত ম্যাচ জয়ের পর পরিষ্কার ফেভারিট হয়েই এদিন লেভান্তের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল কাতালান ক্লাবটি। প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়েও যায় তাঁরা। গোলদাতা চোট সারিয়ে ফিরেই ফর্মের শীর্ষে বিরাজ করা লিও মেসি। ৩৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টিনার সুপারস্টার। একইসঙ্গে কেরিয়ারে বাঁ-পায়ে ৫০০তম গোল সম্পূর্ণ করেন বার্সার মধ্যমনি। এর আগে মেসিরই থ্রু বল ধরে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন গ্রিজম্যান। কিন্তু দুরন্ত দক্ষতায় সেযাত্রায় দলকে রক্ষা করেন লেভান্তে দুর্গের শেষ প্রহরী। মেসির গোলের পর মনে করা হচ্ছিল ভালভের্দের দলের জন্য ফের তিন পয়েন্ট কেবল সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার মাত্র তিন মিনিট বাদে কাফ মাসলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন লুইস সুয়ারেজ। তবে উদ্বেগ আগামী সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচেও মাঠে নামা অনিশ্চিত উরুগুয়ে স্ট্রাইকারের। ম্যাচের প্রথম ৬০ মিনিট গোল লক্ষ্য করে একটিও শট না নেওয়া লেভান্তে ম্যাচে সমতা ফেরায় ৬১ মিনিটে। দু'মিনিট বাদে ফের গোল। এক্ষেত্রে ক্যাম্পানার পাস থেকে বল ধরে ২০ গজ দূর থেকে মায়োরালের নেওয়া বাঁক খাওয়ানো শট স্টিগেনের নাগাল এড়িয়ে জড়িয়ে যায় জালে। ৬৮ মিনিটে বার্সা রক্ষণে তৃতীয় পেরেকটি পোঁতেন নেমাঞ্জা রাদোজা। ক্লিমেন্ট লেংলেটের ক্লিয়ার করা বল ধরে ১৮ গজ দূর থেকে শট নেন রাদোজা। পরিবর্ত সার্জিও বুসকেটসের গায়ে লেগে বল চলে গেল প্রতিপক্ষের গোলে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভারতের বাজারে বিনিয়োগ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

ব্যাংকক, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : দেশজুড়ে একের পর এক আর্থিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের জেরে বর্তমানে ভারতে আমলাতান্ত্রিক ধারায় কাজের পরিবেশ বন্ধ হয়েছে। আর তাই এই পরিস্থিতি হল ভারতের বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য আদর্শ সময়। রবিবার থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ষোড়শ সম্মেলনে এমনটাই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত পাঁচ বছরে দেশের কর ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। যার জেরে দেশের অর্থনীতি আলাদা গতি পেয়েছে। করের জন্য অহেতুক হয়রানি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী দাবি করেন, ভারত বর্তমানে সাধারণের জন্য অতি সাধারণ কর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তার বলে অনেক স্বাভাবিক হয়েছে সাধারণ মানুষের আর্থিক জীবন।

পাশাপাশি এফডিআইয়ের বলে বৈদেশি লগ্নি অনেক সহজ হয়েছে। যার জেরে করের হার, আইনি জটালতা, আর্থিকদুর্নীতি অনেকাংশে হ্রস পাওয়ায় সরল বাণিজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলেও দাবি করেন এদিন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেন, গত পাঁচ বছরে এফডিআইয়ের বলে ভারতের বাজারে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার মিলিয়ান মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। যা শুরু হওয়ার পর গত ২০ বছরে হওয়া বিনিয়োগের অর্ধেক। পাশাপাশি এদিন আবারও আগামী দিনে ভারত ৫ ট্রিনিয়ান মার্কিন ডলারের অর্থনীতির দেশ হবে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন মোদী বলেন , ২০১৪ সালে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের জিডিপি ছিল ২ ট্রিলিয়ান ডলার। যা গত পাঁচ বছরে ৩ ট্রিলিয়ানের আসেপাশে পৌঁছে গেছে। আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ১০টি এবং ভারত, চিন-সহ আরও ৬টি মিলিয়ে মোট ১৬টি দেশের মধ্যে মুক্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করতে আলোচনা চলছে বেশ কয়েক মাস ধরেই। ব্যাংকক বৈঠকে আবারও এদিন সেই আবেদনই জানালেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার ডিওয়াইএফ'র ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় মঞ্চে সংগঠনের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এশিয়ার দেশগুলিকে কয়লার প্রতি 'আসক্তি' ছাড়তে : রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব

ব্যাংকক, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এশিয়াকে কয়লার প্রতি 'আসক্তি' ছাড়তে হবে বলে সতর্ক করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ করার প্রচেষ্টায় এশিয়ার দেশগুলোকে 'সামনের সারিতে' থাকা উচিত বলেও জানান রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব।

শনিবার ব্যাংককে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় গুতেরেস জলবায়ু পরিবর্তনকে 'আমাদের সময়ের জন্য নির্ধারিত সমস্যা' হিসেবে বর্ণনা করেন। এ সময় মঙ্গলবার প্রকাশিত এক গবেষণা ফলাফলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "কার্বনের ওপর মূল্য আরোপ করা দরকার আমাদের। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ভবিষ্যতে নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরিও বন্ধ করতে হবে আমাদের।" এশিয়ায় এই ইস্যুটি 'বিশেষভাবে সংবেদনশীল' হওয়া সত্ত্বেও 'প্রভাব ফেলার মতো সংখ্যার' নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, আমেরিকার অলাভজনক সংবাদ সংগঠন 'ক্লাইমেট সেন্ট্রাল' মঙ্গলবার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ১৯ কোটি লোক বসবাস করবে এমন এলাকাগুলো ২১০০ সালে পূর্ণ জোয়ার রেখার নিচে চলে যেতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমণ হ্রাস মাঝারি ধরনের হলেও চিন, বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড ২০৫০ সাল থেকে বার্ষিক উপকূলীয় বন্যার ঝুঁকিতে পড়বে। এতে এশিয়ার এই ছয়টি দেশের মোট ২৩ কোটি ৭০ লাখ লোক বিপদে পড়বে। এদের মধ্যে চিনের নয় কোটি ৩০ লাখ লোক, বাংলাদেশের চার কোটি ২০ লাখ, ভারতের তিন কোটি ৬০ লাখ, ভিয়েতনামের তিন কোটি ১০ লাখ, ইন্দোনেশিয়ার দুই কোটি ৩০ লাখ এবং থাইল্যান্ডের এক কোটি ২০ লাখ লোক বার্ষিক উপকূলীয় বন্যা ঝুঁকির মুখোমুখি হবে।

বিজেপি-তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে এক করতে কংগ্রেস সিপিএমের জোট সামনের দিনে লড়বে- সুর্যকান্ত মিশ্র

মেদিনীপুর ৩ নভেম্বর (হি.স.) : সিপিআইএমের শতবর্ষ পূর্তি ও সুকুমার সেনগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছিল রবিবার মেদিনীপুর শহরে। শহরের বিদ্যাসাগর হলে আয়োজিত এই সভাতে কয়েক হাজার বাম কর্মী সমর্থক হাজির হয়েছিলেন । যেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক সুর্যকান্ত মিশ্র সহ সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য দীপক সরকার,জেলা সভাপতি তরুণ রায়, তাপস সিনহা প্রমুখেরা । এই সভা থেকে দলের একশো বিছরের ইতিহাস তুলে ধরে কর্মীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন সুর্যকান্ত মিশ্র । সব শেষে উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে সামনের দিনের জন্য চলার বার্তা, "বিজেপি ও তৃণমূল একে অপরের দোসর ।তাই তাদের পরাস্ত করতে গত লোকসভার নীতি নিতে হবে আমাদের । এই দুইয়ের বিরোধী শক্তিদের এক করে সামনের দিনে লড়তে হবে আমাদের ।"

এদিনের সভা কর্মী সভা হলেও উপস্থিতি জনসভার চেহারা নেয় । সভাতে দীর্ঘ একঘন্টার বেশি বক্তব্য রাখেন সুর্যকান্ত মিশ্র । এদিন তিনি বলেন- "এখানে তৃণমূল সরকার ও দিল্লিতে বিজেপি সরকার যৌথ আক্রমণ করছে আমাদের ওপর। যা এর আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। হিটলারের পর মোদী জমানায় আমরা দেখছি। যুদ্ধ জিকির ও মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে। এখানে শুধু দৈহিক আক্রমণ নয় মাথার মধ্যে আক্রমণ করে সেখানে শিখিয়ে দিচ্ছে তুমি হিন্দু তুমি মুসলমান।জরুরি অবস্থাতেও আমরা লড়াই করেছি কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা এখনকার জন্য যথেষ্ট নয়। তখন গুলি করে মেরে দিলেও মাথাটা দখল করে নিতে পারেনি। মাথা দখল করে নেওয়ার কারণেই আমাদের অনেকে ওদিকে চলে গেছে। কিন্তু এই মাথার তখন চিরকাল রাখা যাবে না, কিছু লোককে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় কিন্তু সব মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না।কাশ্মীর নিয়ে যারা আজ হাসছেন কালকে বাংলায় হলে কি করবেন। অসাম দেখছেন, এখানে হলে কি করবেন। বিজেপি পরপর নিয়ে আসবে, পুলওয়ামা, বালাকোট, এরপর এনআরসি, এবার সামনের মাসেই অযোধ্যা মামলার রায়"।

এরপরই জোট নিয়ে তিনি বলেন, "লোকসভায় আমরা যে কৌশল নিয়েছিলাম আমরা মনে করি সেই কৌশল ঠিক ছিল। সারাদেশে বিজেপি বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বাংলায় মনে রাখতে হবে বিজেপি এবং তৃণমূল একে অপরের দোসর ।এই দুই এর এককে নিয়ে আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। এটা অনেক বড় ভুল হবে। বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। আমরা শূন্য হয়ে যেতে পারি, একটাও সাংসদ না থাকতে পারে, আমি সাড়ে ৭ শতাংশে নেমে আসতে পারি, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস আছে যেটা সত্য সেটা প্রতিষ্ঠিত করবোই। এখানে সেই অর্থে ফ্রন্ট না হলেও বামফ্রন্টকে বাড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা। কংগ্রেসের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াইটা হতে পারে বিজেপি ও তৃণমূল কে হারানোর জন্য। গতবার এ কিছুটা অস্পষ্টতা ছিল এবার কোনো অস্পষ্টতা নেই।

অচেনা ব্যক্তির ঘরে মধ্যাহ্ন ভোজন

মুখ্যমন্ত্রীর নতুন অধ্যায়ের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার নতুন করে জনসংযোগের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। এখন থেকে প্রতি রবিবার শহর আগরতলা কিংবা শহরতলীর যে কোনও নাগরিকের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হবেন। মুখ্যমন্ত্রী রবিবার শহর আগরতলার ধলেশ্বরের বাসিন্দা অপর্ণা চৌধুরির বাড়িতে আচমকা হাজির হন। অতিথি হিসেবে বিপ্লব কুমার দেবকে পেয়ে অপর্ণা দেবী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান।

কিন্তু, অতিথি আপ্যায়নে কোনও ঘাটতি রাখেননি। দুপুরের ভোজন ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন তিনি। মেনুতে কাঁচা পেয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, লবন, ডিমের অমলেট, পাঁচ মিশালী সব্জি, পনির তরকারি এবং দুধ-কলা সাথে গুড়।

ভোজন করার পাশাপাশি তিনি অপর্ণা চৌধুরীর বাড়ির গোশালায় গিয়ে গোমাতাদের ঘাস খাওয়ান। ওই বাড়ি থেকে আসার পর সোস্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই দিনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে পোস্ট করেন, অপর্ণা চৌধুরীর পরিবার থেকে পাওয়া স্নেহ আমাকে অভিভুত করেছে। আমি আশ্বস্ত করাতে চাই যে, আজ থেকে শুরু হওয়া এই প্রয়াস আগামী দিনেও বজায় থাকবে।

কাজিরঙার কুখ্যাত চোরাশিকারি দাম্বে কুটুম গ্রেফতার

কাজিরঙা (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : পুলিশ ও বন দফতরের জালে পড়েছে কুখ্যাত চোরাশিকারি দাম্বে কুটম। ইতিপূর্বে গ্রেফতার দুই চোরাশিকারির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কুটুমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ষষ্ঠ সংযোজনর চর-চাপরি এবং অগরাতলি বনাঞ্চলে সংগঠিত একাধিক গণ্ডার হত্যার সঙ্গে জড়িত দাম্বে কুটুম নামের এই দুর্ধর্ষ চোরাশিকারিকে শনিবার গভীর রাতে গহপুরের গোপন আস্তানা থেকে আটক করা হয়। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বিশ্বনাথে অবস্থিত অপরাধ অনুসন্ধান রেঞ্জ গমিরি এবং অগরাতলি রেঞ্জ ফরেস্ট দফতরের আধিকারিক-কর্মী এবং গহপুরের হেলেম থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে সে ধরা পড়েছে।

গণ্ডার শিকার করার পাশাপাশি দাম্বে কুটুমের বিরুদ্ধে অরুণাচল প্রদেশের জনৈক ডফলা ব্যক্তির সহযোগিতায় কাজিরঙায় অন্যান্য গণ্ডারের চোরাশিকারিদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে। বন দফতর সূত্রে প্রকাশ, গত ৩১ অক্টোবর গহপুর জেলা সদর বোকাখাতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার মইনা ওরফে কিরণ দাস এবং রণোজ পেগুকে এই দাম্বে কুটুমই আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছিল। ধৃত দুই চোরাশিকারি জেরায় নাকি এই তথ্য দিয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বন আধিকারিকরা দাম্বে কুটুমকে আটক করে গ্রেফতার করেছেন। এদিকে ধৃত দাম্বের কাছ থেকে আরও তথ্য জানতে জেরা চলছে বলে জানা গেছে।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক হরিশচন্দ্র মহাপাত্র

ঝাড়গ্রাম, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক হরিশচন্দ্র মহাপাত্র। রবিবার নিজের বাস ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ গোপীবল্লপুর বিধানসভার দু'বারের বিধায়ক হরিশচন্দ্র মহাপাত্র। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর উ

ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনীর বাসিন্দা হরিশচন্দ্রবাবু দু'বার কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। তিনি অজয় মুখার্জী এবং সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রী সভার বিধায়ক ছিলেন। হরিশবাবু রোহিনী হাই স্কুল এবং দাঁতনের একটি হাই স্কুলের জন্য জমি দান করেছিলেন। নিজেদের বাড়ির ১৫৪ বছরের দূর্গা পুজোতে সক্রিয় ভাবে যোগদান করতেন। হরিশচন্দ্র বাবুর ছেলে সোমনাথ মহাপাত্র সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূলের সভাপতি এবং ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টার।

সোমনাথবাবু বলেন, " বাবা ৭০ এবং ৭১ সালে দু'বার গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন।বার্ধাক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন।" শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক নেতৃত্ব উপস্থিত হয়েছিলেন।

ঝাড়গ্রামে হাতি ছবি তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

ঝাড়গ্রাম, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : হাতি ছবি তুলতে গিয়ে ঝাড়গ্রামে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির উ রবিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সাঁকরাইল থানার আতাড়িয়া গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম আশিষ শীট (৩৫) বাড়ি হাওড়া জেলার মৌরিগ্রাম। এই ঘটনায় নিখোঁজ আরেও একজন ।

নেশা ছিল হাতির ছবি তোলা। তাই এলাকায় হাতি রয়েছে এই খবর পাওয়া মাত্রই ক্যামেরা হাতে নিয়ে স্থানীয় মানুষজনদের সাথে হাতির সামনে পৌছে যেতেন তিনি উ রবিবার সেই নেশাই কাল হল। ক্যামেরা হাতে নিয়ে স্থানীয় মানুষজনদের সাথে হাতির সামনে যেতেই আগের থেকে তাড়া করা হাতির লদের সামনে পড়ে যান আশিষ শীট । তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছড় মারে হাতির দল পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম আশিষ শীট (৩৫) বাড়ি হাওড়া জেলার মৌরিগ্রাম। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে তারা কোনও সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তবে তারা আদৌও কোনও সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত ছিল কি না অবশ্য পুলিশ জানাতে পারেননি।

রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সাঁকরাইল থানার আতাড়িয়া গ্রামে। **ছয়ের পাতায় দেখুন**

বীরভূমের সদাইপুরের শ্রমিকের রহস্য মৃত্যু মহারাষ্ট্রে

সদাইপুর, ৩ অক্টোবর(হি.স.): সাগরদিঘির আতঙ্কের ছায়া কাটতে না কাটতেই কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সদাইপুর থানার কুইঠা গ্রামে। মৃত যুবকের দেহ রবিবার গ্রামে ফিরে আসে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সদাই পুর থানার কুইঠা গ্রামে বাসিন্দা আকেবর আলি। তিনি মহারাষ্ট্রের পুনাতে টিউবয়েলের বোরিং এর কাজ করতে গিয়েছিল। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি গত বৃহস্পতিবার সে কাজের জায়গাতেই মারা যান। কিন্তু কিভাবে মারা গেল কোন কিছুই জানায় নি কেউ। ওই যুবক যে প্রতিষ্ঠানের কাজে গিয়ে ছিল তারা কেউ জানায় নি। কুইঠা গ্রামের অন্যান্য যুবক যারা ওই এলাকায় কাজ করতেন তাদের মাধ্যমে গত শুক্রবার পরিবার খবর পায়। এবং তাদেরই উদ্যোগেই রবিবার মৃতদেহ গ্রামের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

ওই যুবক পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ছিলেন আকেবর আলি। বাড়িতে বিধবা মা এবং বিবাহযোগ্য দুই বোন রয়েছে। পরিবারের ছেলের অকাল মৃত্যুতে কার্যত মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে তাদের। পরবর্তী সময়ে দিন গুজরান কিভাবে হবে সেই নিয়ে চিন্তিত তারা। পাশাপাশি যে সংস্থায় ওই যুবক কাজ করতো তাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিভাবে মারা গেল কেনই বা মারা গেল কোন কিছুই ওই সংস্থার পক্ষ থেকে পরিবারকে না জানানোয় সন্দেহ শুরু হয়েছে সকলের। হয় দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিংবা খুন করা হয়ে থাকতে পারে ওই যুবককে বলে পরিবারের দাবি।

কয়েকদিন আগে কাশ্মীরে শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়া সাগরদিঘির কয়েকজনকে নৃশংসভাবে খুন করে পাক মদদপুষ্ট জঙ্গিরা। সেই আতঙ্কের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার এই মৃত্যু ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে। ইতিমধ্যেই এলাকার অনেক পরিবারের সদস্য যারা ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছেন তাদেরকে বাড়িতে ফিরে আসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে।

মৃত যুবকের আত্মীয় সাধু জামান বলেন, ' কিভাবে মারা গেল সে নিয়ে আমরা পুরো অন্ধকারে। যেখানে কাজ করতো সেই সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়নি। বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি উ পাশাপাশি পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দাবি করছি প্রশাসনের কাছে। ভিন রাজ্যে যে সমস্ত পরিবারের ছেলেরা কাজ করতে গিয়েছে সেই পরিবার রীতিমত আতঙ্কে বর্তমানে। তারাও চাইছে গ্রামেই ফিরুক তাদের বাড়ির ছেলে'।

নেপালে বাস দুর্ঘটনায় নিহত ছয়, নিখোঁজ চার

দোলখা(নেপাল), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল বাস। নিহত ছয়। পাশাপাশি গুরুতর আহত ১২। নিখোঁজ চার। রবিবার দুপুরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি নেপালের সিন্ধুপালচকে ঘটেছ।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারি দল। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। আহতদের উদ্ধারকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ছয়জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১২। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বাসটি দোলখা থেকে কাঠমাণ্ডুর দিকে যাচ্ছিল। দোলখার সুকুটির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে গিয়ে সনকোশি নদীতে গিয়ে পড়ে। নদীটি খরস্রোতা হওয়ার কারণে প্রায় একশো মিটার পর্যন্ত বাসটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত চারজন বাসযাত্রী নিখোঁজ রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে আহতদের ধুলিখেল এবং ওম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।